for more books visit https://pdfhubs.com

10 MINUTE SCHOOL

গ্রাফিক ডিজাইনের আসল ফান্ডা



আসিফ হোসেন

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

গ্রাফিক ডিজাইনের আসল ফান্ডা

আসিফ হোসেন

10 MINUTE SCHOOL

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

কপিরাইট এবং প্রকাশকঃ 10 Minute School
লেভেলঃ ২, বাড়ীঃ বি/১০৭, রোডঃ ৮, ঢাকা ১২০৬
Email: support@10minuteschool.com
Website: www.10minuteschool.com

গ্রাফিক ডিজাইনের আসল ফান্ডা

১ম অনলাইন প্রকাশঃ ৪ঠা জুলাই ২০২০

লেখক
আসিফ হোসেন

সম্পাদনা
আয়মান সাদিক

প্রচ্ছদ
সুফি আহমেদ হামিম এবং আসিফ হোসেন

ইলাস্ট্রেশন
সুফি আহমেদ হামিম
ফয়েজ আহমেদ প্রান্ত
নুরুন নাহার শ্রাবণী

মূল্যঃ ১৫০ টাকা

www.purepdfbook.com

বইটির পিডিএফ যেকোনো গ্রুপে শেয়ার করা কিংবা টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুধুমাত্র 10 Minute School বইটি বিক্রয় করার অধিকার রাখে।

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

উৎসর্গ

আমার বাবা ও মা এবং বাংলাদেশের সকল এনার্জেটিক এবং তরুণ ডিজাইনারদেরকে।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



click on these

লেখক বৃত্তান্ত

আসিফ হোসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম 10 Minute School -এর ক্রিয়েটিভ বিভাগের প্রধান নির্বাহী হিসেবে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক চ্যানেল আই টিভি'র ইউটিউব বিভাগের ক্রিয়েটিভ নির্বাহী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। PowerPoint Animation এবং Brand Guidelines এর পাশাপাশি তার UI/UX ডিজাইনিং এর দক্ষতাও বেশ ভালো।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

চলুন এবার বইয়ের আলোচ্য ঘটনা গুলো দেখি

ভাই, আমি এই এলাকায় নতুন। ডিজাইনিং এর রাস্তাটা কোনদিকে?

দুনিয়ায় এখন চলে কী?

আমার জীবন বাংলা সিনেমার মতো কালারফুল!

এলোমেলো এলাইনমেন্টের দুনিয়ায় আমি দিশেহারা!

জীবনে কী শিখলাম?

ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে বানাতে হবে জানি না!

টেক্সট ইফেক্টস এর মধ্যে আমার কোনো মাধুর্যতা নাই!

আমার ডিজাইন আমি করবো, যত ইচ্ছা তত ফন্ট ব্যবহার করবো!

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বের হয়ে আসা গল্প গুলো

বাবু বাজারের প্রেসের দোকানে ফাহিমের কাছে লোগো বানানোর টেমপ্লেট!

নীলক্ষেতের ওই মামার পোষ্টার ডিজাইন আর আমার ডিজাইন একরকম?

আসিফ! আমার ইমার্জেন্সি ব্যাক-আপ লাগবে, কই তুই?

আয়মান ভাইয়ের সাথে ম্যাসেঞ্জারে বসে থাম্বনেইল ডিজাইনিং!

রাস্তার বিলবোর্ড দেখে দেখে টাইপোগ্রাফি শেখার কৌশল!

UI/UX এর চাহিদা এখন বাজারে কেমন?

আজকাল ডিজাইন ক্যানভাস/ আর্টবোর্ডের রেশিও কতো হয়?

আমি কী আসলেই জানি আমি কোন টাইপের গ্রাফিক ডিজাইনার?

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

যে বিষয়গুলো জেনে রাখা একান্তই আবশ্যক

কোন কোন ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করা একদম ফরয!

কোন কোন ইন্সটাগ্রাম প্রোফাইল ফলো দিয়ে রাখা উচিত!

প্রোডাক্ট ডিজাইন করেছি কিন্তু মক-আপ খুজে পাচ্ছিনা, কোথায় পাবো এইসব?

এখন আমার কী করা উচিত?

ফ্রী আইকন এবং ইলাস্ট্রেশন খুজে পাওয়ার উত্তম জায়গা এখানে!

Designing **Cheat Sheet**

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আপনার গ্রাফিক ডিজাইনিং এর লেভেল যাচাই করুন

হ্যাঁ	না	আমি সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড বানাতে পারি।
হ্যাঁ	না	আমি লোগো বানানোর সময় আইডিয়া খুব সহজেই পেয়ে যাই।
হ্যাঁ	না	টাইপোগ্রাফি নিয়ে আমার কোনো ধরণের সমস্যা হয়না।
হ্যাঁ	না	আমি ডিজাইনিং এর বেসিক সব গ্রামার আগে থেকেই জানি।
হ্যাঁ	না	আমার ডিজাইন প্রথমবারেই অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়।
হ্যাঁ	না	ফন্ট নিয়ে আমি জীবনেও ঝামেলায় পড়িনি।
হ্যাঁ	না	ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর উভয়েই ডিজাইনের কাজ করতে পারি।
হ্যাঁ	না	পোস্টার, ইনফোগ্রাফিক, ব্যানার, লোগোসহ সব ধরনের ডিজাইন করতে পারি।
হ্যাঁ	না	কালার কম্বিনেশন ঠিক করতে আমার কোনো সমস্যাই হয় না।
হ্যাঁ	না	আমি ডিজাইন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অনেকগুলো কাজ ইতিমধ্যে করেছি।

pdfhubs

আপনার গ্রাফিক ডিজাইনিং এর লেভেল = / 100

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

রাতারাতি কিছুই হয় না। আমার অগণিত নির্ঘুম রাত, ইচ্ছা, চেষ্টা এবং ধৈর্যের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে এখানে।

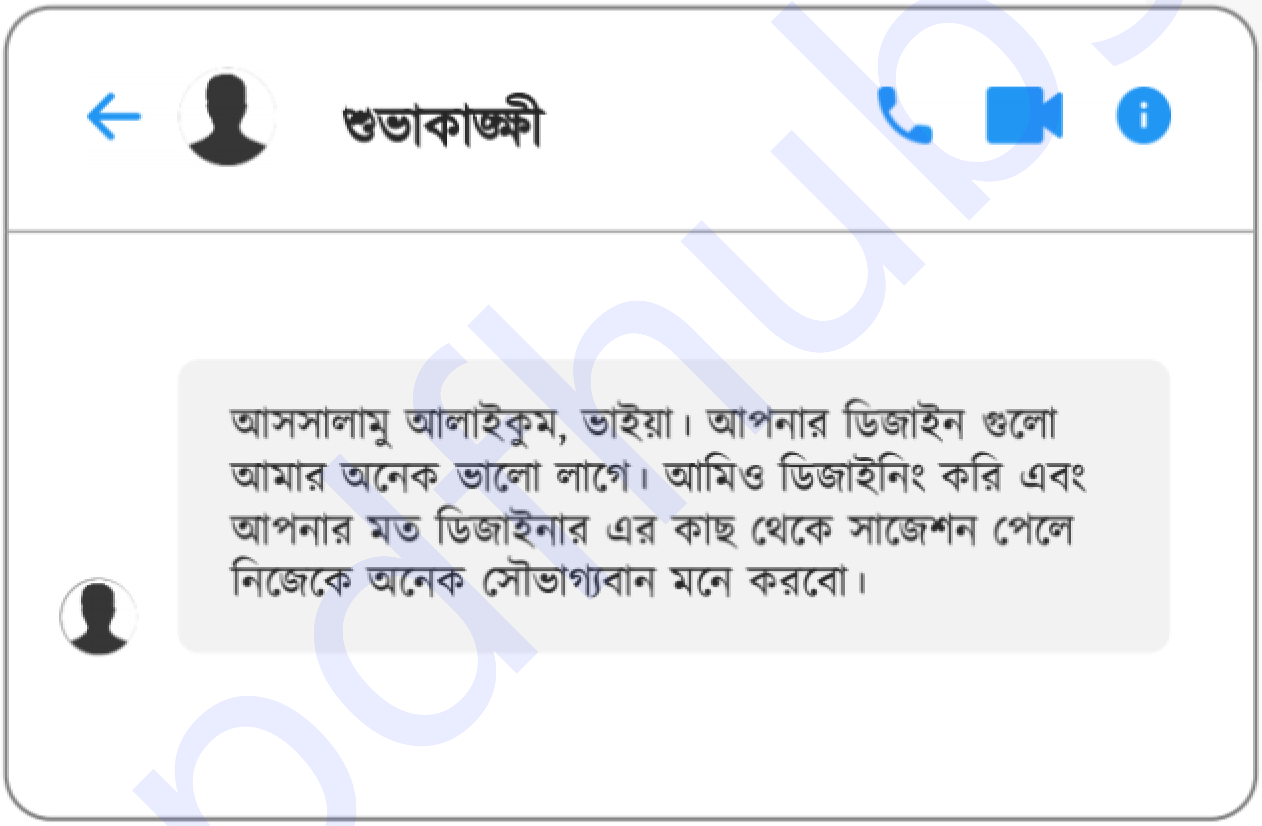
pdfhubs

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

ভাই, আমি এই এলাকায় নতুন। ডিজাইনিং এর রাস্তাটা কোনদিকে?

হঠাৎ একদিন ম্যাসেজ বক্সে একজন অজ্ঞাত শুভাকাঙ্ক্ষীর ম্যাসেজ!



আমিতো প্রথমে ম্যাসেজ পড়ে নিজের প্রোফাইলে তিনবার চেক করে আসছি আসলেই আমার ফলোয়ার আর ফেমাসনেস রাতারাতি বেড়ে গেল নাকি, বাবা! :O

দেখলাম না সবকিছু আগের মতোই আছে। এরপর আবার সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর কথার দিকে চলে এলাম এবং রিপ্লাই দেয়ার আগেই মনে মনে চিন্তা করলাম এমন অনেকেই অনেক পথহারা অথবা একটুখানি ইন্সপিরেশন এর জন্য ডিজাইনারদের দিকে চেয়ে থাকেন। ব্যাপারটা বেশ ইমোশনাল এই কারণে যে, এই ছেলেটা ডিজাইনের ব্যাপারে আসলেই ইন্টারেস্টেড। কেউ যদি একটু পথ দেখিয়ে দিতো তাহলে হয়তো ছেলেটার জীবনটা গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



আসলেই এরকম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের আশেপাশের ডিজাইনাররা কিছু শিখতে চায় এবং ডিজাইনিং নিয়ে ভালো কিছু একটা করতে চায় তাদেরকে ডেডিকেট করেই এই বইটি সাজিয়েছি।

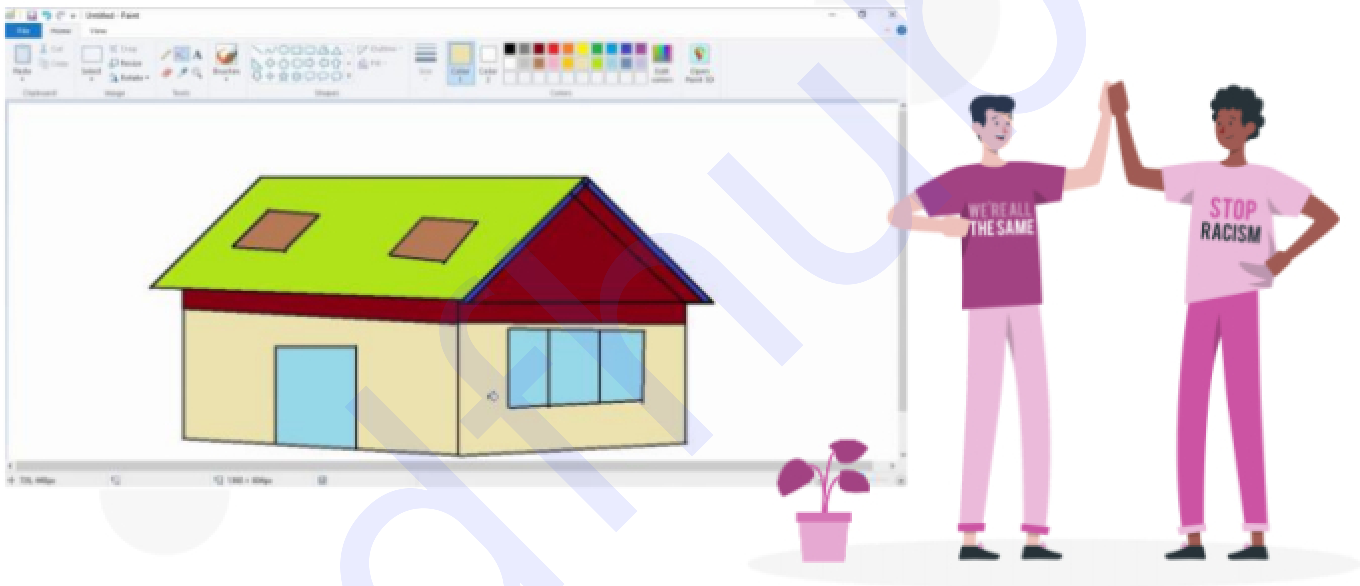
চলো তাহলে ডিজাইনিং এর রাস্তাটা খুঁজে বের করি...

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

দুনিয়ায় এখন চলে কী?

ছোটকালে আমরা কম বেশি সবাই কম্পিউটারে বসে পেইন্ট অ্যাপটি ওপেন করে আঁকাআঁকি করার চেষ্টা করতাম। কী হত না হত তাই দিয়েই চালিয়ে দিতাম আঁকাআঁকি। এমনকি সেই আঁকাআঁকি করা ডিজাইন ডেস্কটপের ওয়ালপেপারেও কম দেয়া হয়নি আমাদের।



এরপর আমরা পরিচিত হতে লাগলাম ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এর দিকে। এসব টুল দিয়ে ছোট ছোট পোস্টার ডিজাইন করতাম এবং তখন বেশ জাঁকজমক কালার ব্যবহার করতাম। এসব করতে বেশ ভালোই লাগতো এবং মনে হত নিজে বিশাল বড় একজন ডিজাইনার হয়ে গিয়েছি। :P

মোটা মোটা ফন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন অবজেক্ট একসাথে বসিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে রাখতাম যার বিন্দুমাত্র কোনো আইডিয়া ছিলো না আসলেই আমি কি ঠিক করছি নাকি ভুল দিকে আগাচ্ছি।



for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

এরপর ২০০০ সালের শুরুর দিকে আস্তে আস্তে সবকিছু একদম কম্প্যাক্ট হওয়া শুরু করলো।



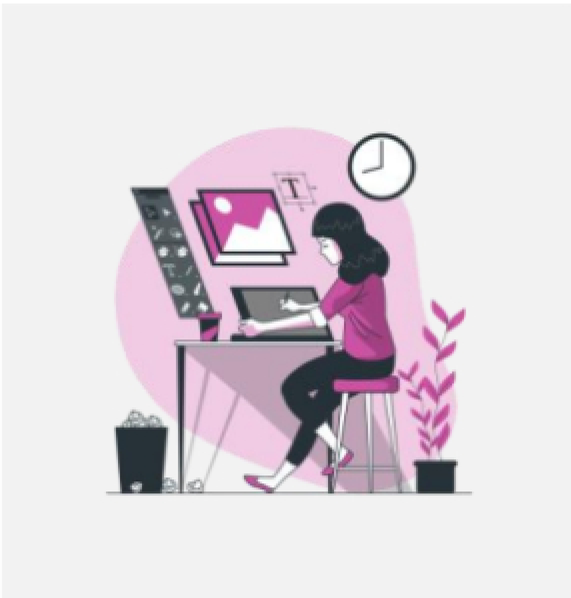
কালারের দিকে ফোকাস দেওয়া শুরু হলো।



সুন্দর সুন্দর টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করা শুরু হলো।



চোখ ধাঁধানো বা বেশি কালারফুল ডিজাইন আস্তে আস্তে কমতে লাগলো।



ফ্ল্যাট এবং সলিড কালার দিয়ে আইকন ইলাস্ট্রেশন করা শুরু হলো।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



এখন অ্যানিমেশন এবং 3D ডিজাইনের দিকেই পুরোপুরি যেতে চলেছে দুনিয়া।



মানুষকে যত সহজে বোঝানো সম্ভব হয় সেই দিকটা মাথায় রেখে এখন দুনিয়ার ডিজাইনের রেভল্যুশন হচ্ছে।

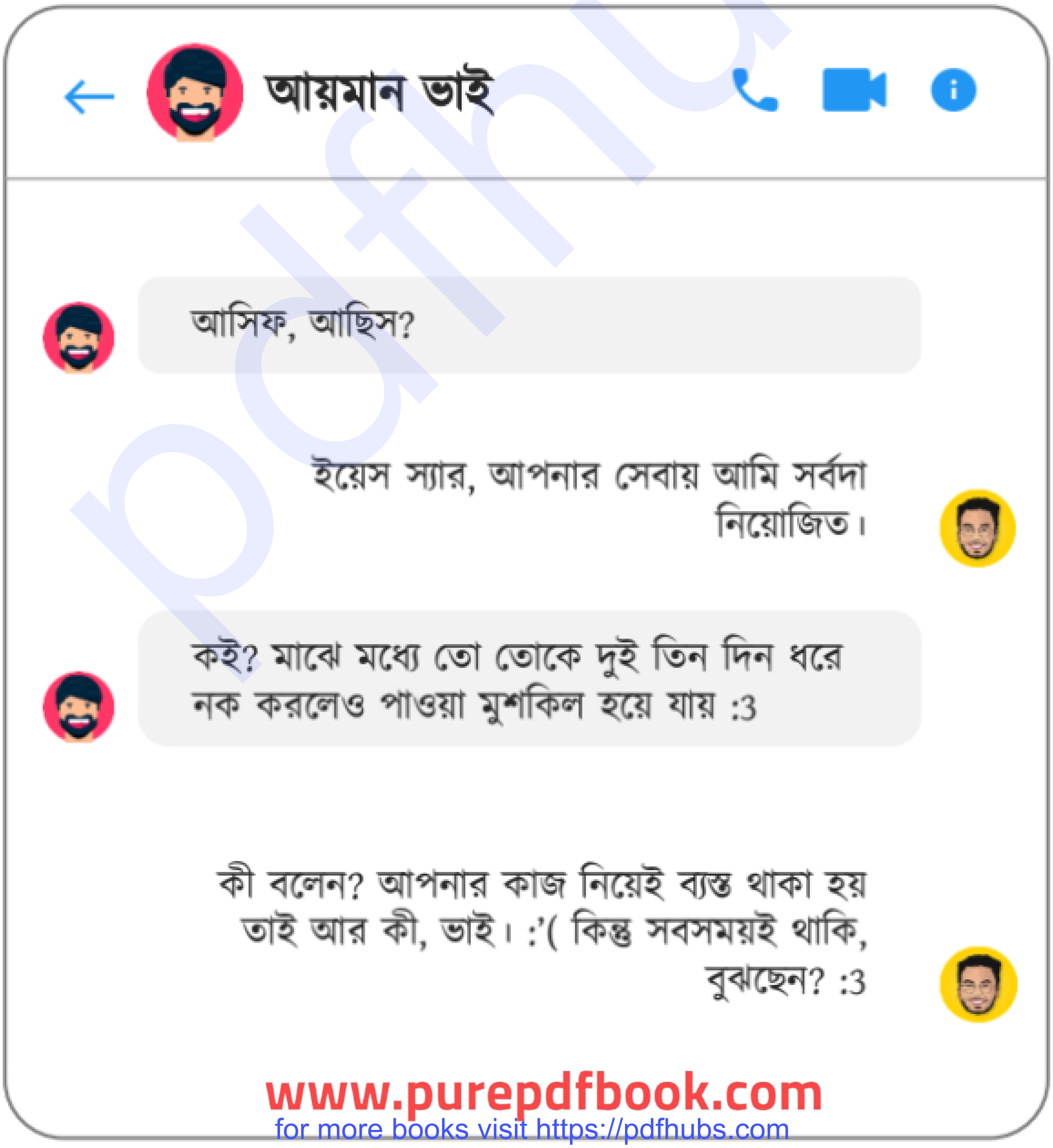
www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আমার জীবন বাংলা সিনেমার মতো কালারফুল!

বিষয়টা আসলে খারাপের চোখে দেখার মতো না কিন্তু তাও খারাপের মতই। মানুষজন বলতে থাকে, “কী হইছে ডিজাইনটা!” আবার কেউ কেউ বলে, “একদম বাংলা সিনেমার কালার।”

তো একদিন আয়মান ভাই আমাকে নক করে,



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আগেই বলে রাখি, যখন প্যারা বেশি দিয়ে মাথা হ্যাং করে ফেলে তখন সবকিছু বন্ধ করে ঠিকমতো চিল করতে থাকি যেন মুডটা ভালো হয়ে যায় এবং আবার যাতে কাজে ঠিকমতো মনোনিবেশ করতে পারি।

আয়মান ভাই

বুঝছি, তুমি কেমন থাকো। আচ্ছা যাই হোক, আমাকে একটা নিমোনিক (Mnemonic) বানায় দে না?

কী লিখা থাকবে নিমোনিকে?

"অনলাইন কোচিং"। একদম ক্লিন একটা ফন্ট থাকবে। সিম্পলের মধ্যে।

অলরাইট ভাই, আমি দেখতেছি কী করা যায়

Awesome! :D

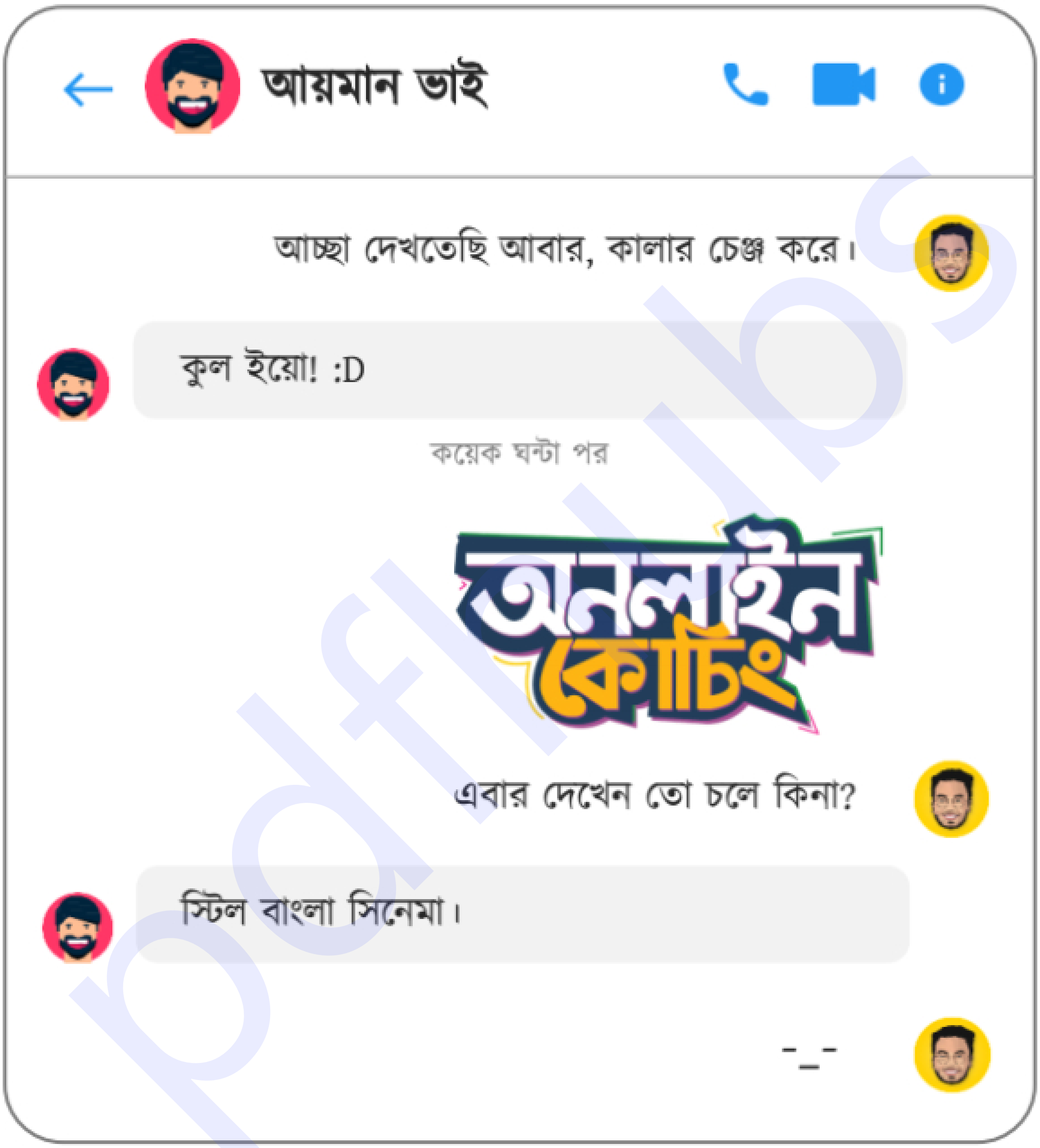
একদিন পর

বাংলা সিনেমার কালার :3

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

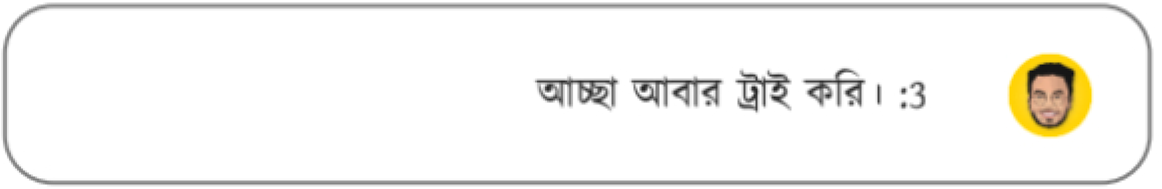
আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ম্যাসেজের দিকে বলল টা কি উনি!



এত ভালো কালার দিলাম তাও সিনেমার কথা তার মাথা থেকে সরাতে পারছিনা না। এত প্যারা আর ভালো লাগে না। -_- জীবনটা বাংলা সিনেমার মতো কালারফুল হয়ে যাচ্ছে। :'(

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

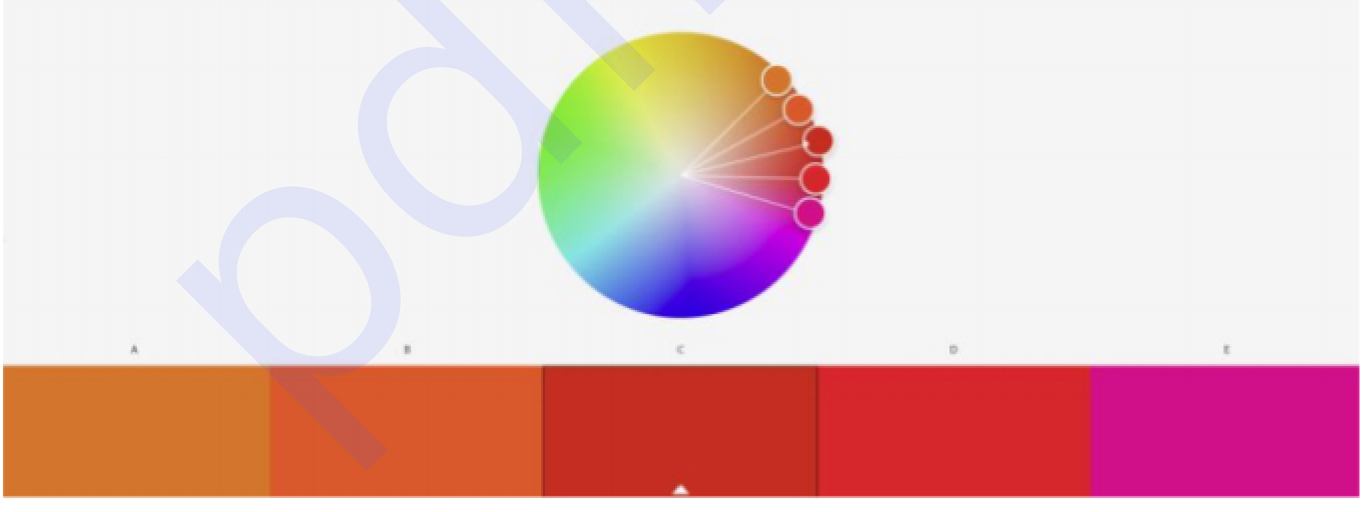
for more books visit https://pdfhubs.com



তো এই হলো আমার এক্সপেরিয়েন্স আয়মান ভাইয়ার সাথে। তোমাদেরও ঠিক এমন এক্সপেরিয়েন্স হতে পারে যেকোনো মানুষের সাথে যাদের রুচি বা টেস্টের সাথে খুবই কমই তোমার সাথে মিলবে।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য সুন্দর একটি ট্রিক্স আছে যা এখন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। কালার প্যালেট সিলেকশনের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর থিওরি রয়েছে। যার দ্বারা র‍্যান্ডম কালার ব্যবহার না করে সেই থিওরি অনুযায়ী কালার সিলেক্ট করা যায়।

Analogous (এনালজাস)

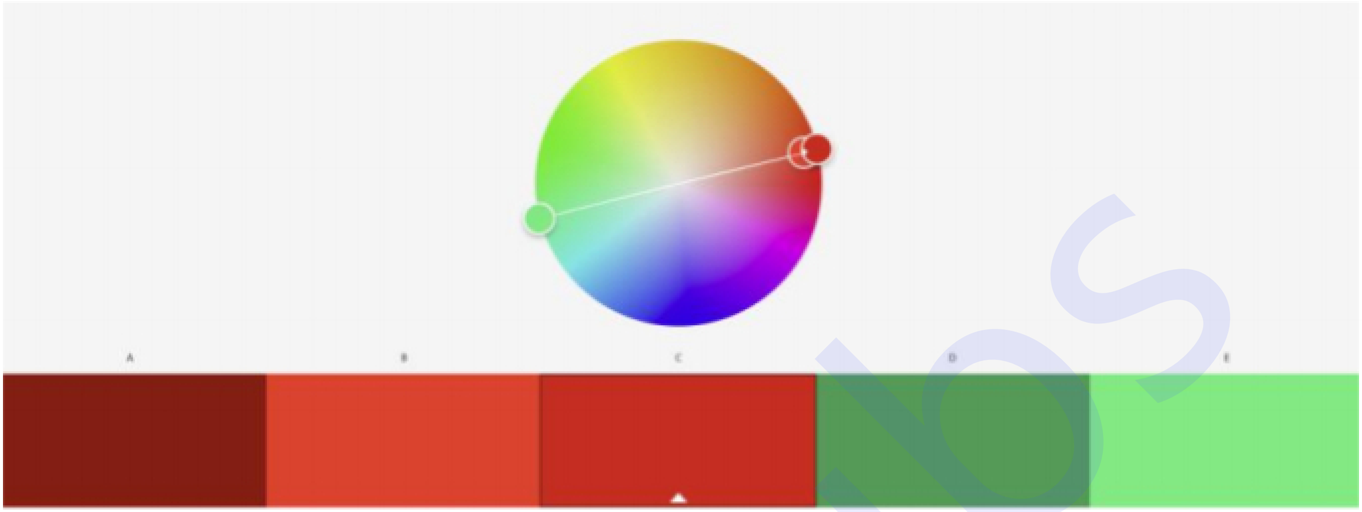


যে কালার মূলত একটার সাথে পাশাপাশি অবস্থিত থাকে। Adobe Color Wheel থেকে একটি মেইন কালার সিলেক্ট করলেই অটোমেটিক্যালি পাশের কালার গুলো বের করে দিবে। এই কালার প্যালেট দিয়ে লাইট বা ডিপ শেড দেয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

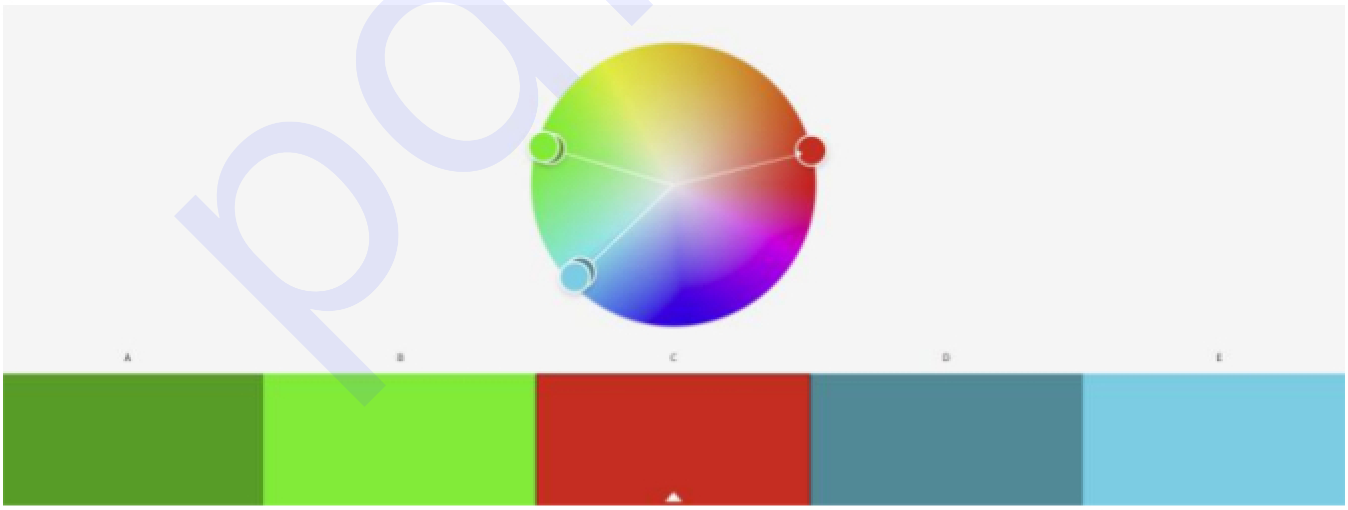
for more books visit https://pdfhubs.com

Complimentary (কম্প্লিমেন্টারি)



দুইটা কালার Color Wheel এর হলে ঠিক বিপরীত পাশে অবস্থান করে।

Split Complimentary (স্প্লিট কম্প্লিমেন্টারি)



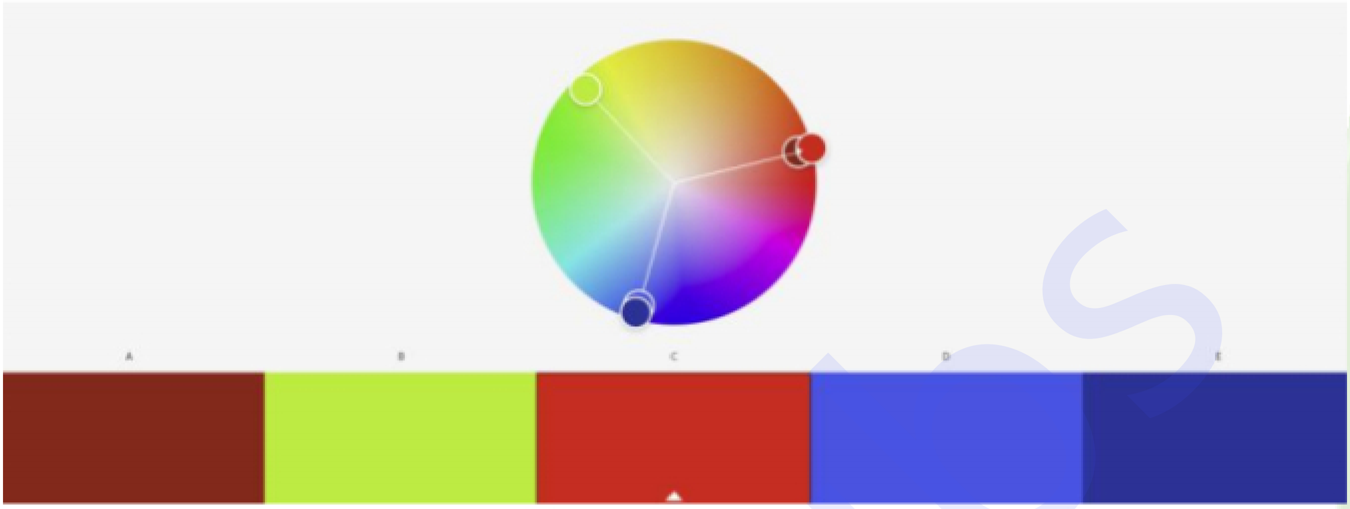
কালার হুইল থেকে কম্প্লিমেন্টারি কালারের এক সাইড ভেঙে পাশাপাশি দুইটি কালার বের করে আনা।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

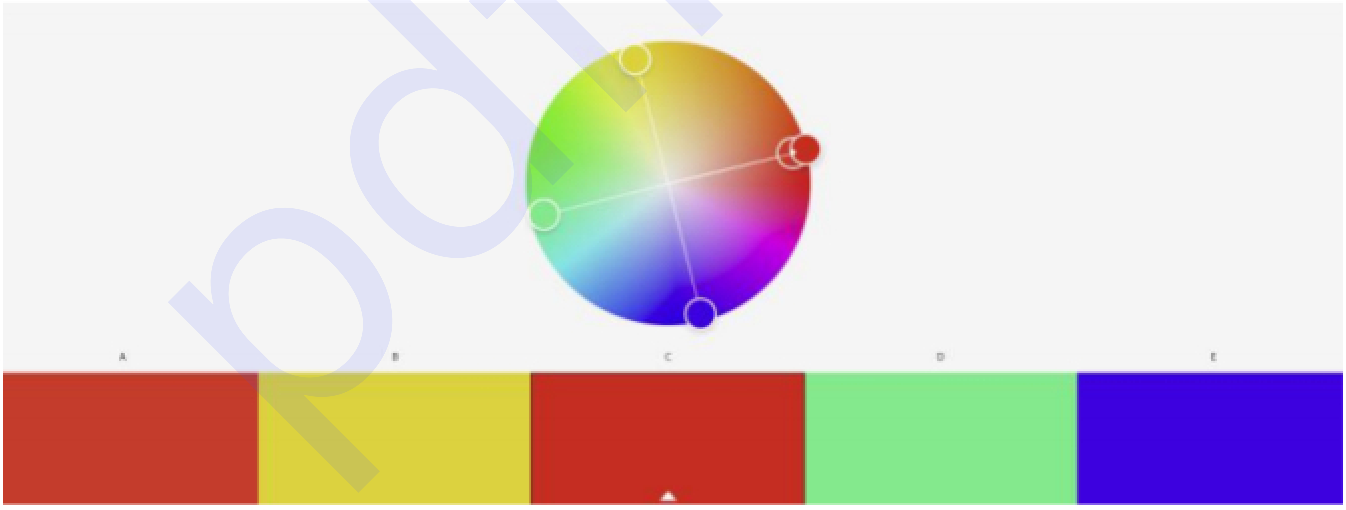
for more books visit https://pdfhubs.com

Triad (ট্রায়াড)



তিনটি কালার একদম ত্রিভুজ আঁকার এর রেশিও থেকে বের করে আনা।

Square (স্কয়ার)



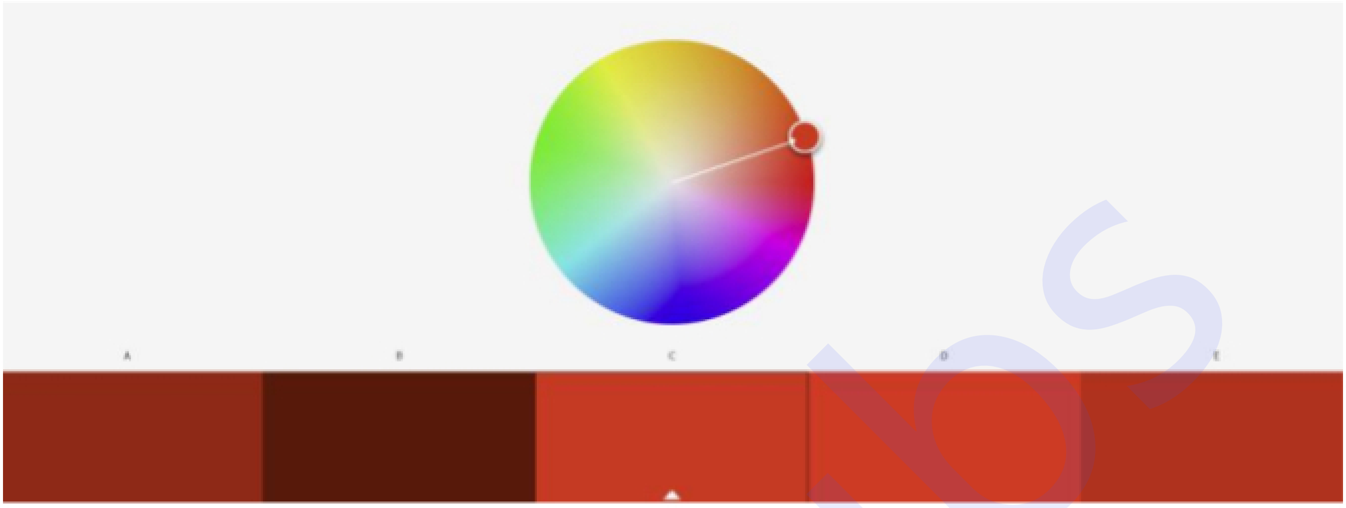
চতুর্ভুজের চারটি কোণের থেকে কালার বের করে আনা অথবা একে দুইটা বিপরীত কমপ্লিমেন্টারি বললেও ভুল হবে না।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

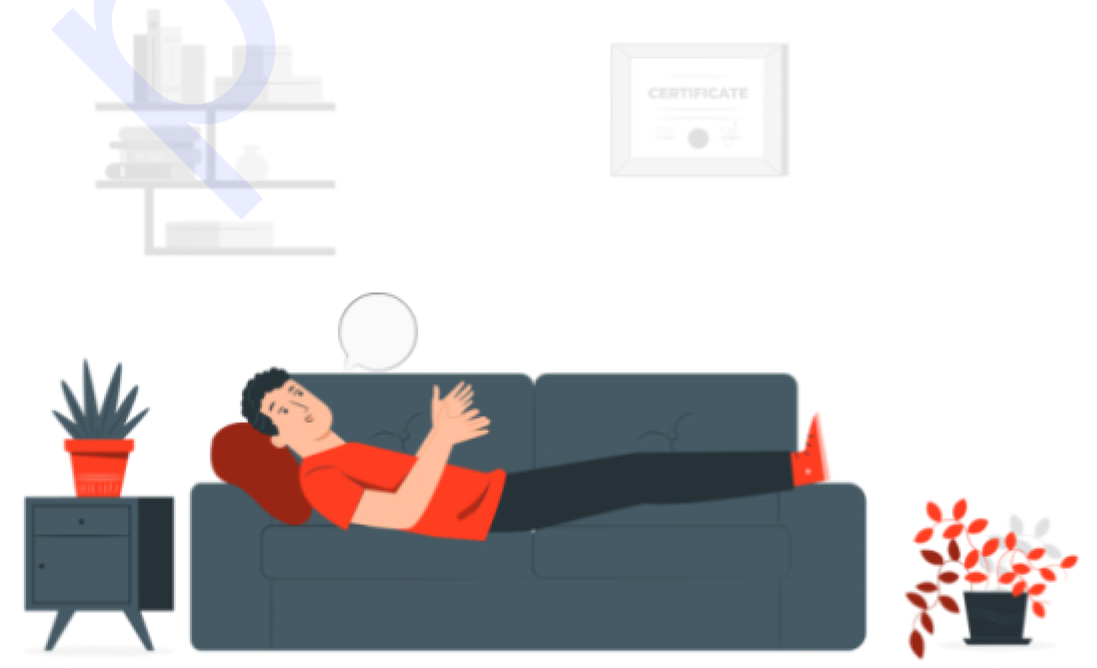
for more books visit https://pdfhubs.com

Shadow (শ্যাডো)



একটা কালারের কয়েকটা শেড বের করতে এই শ্যাডো কালার হুইল বেশ ভালো কাজে দেয়। অনেক সময় আমরা এক কালারের পারফেক্ট শ্যাডো কালার খুজে পাই না। তখন এটার গুরুত্বটা বোঝা যায়।

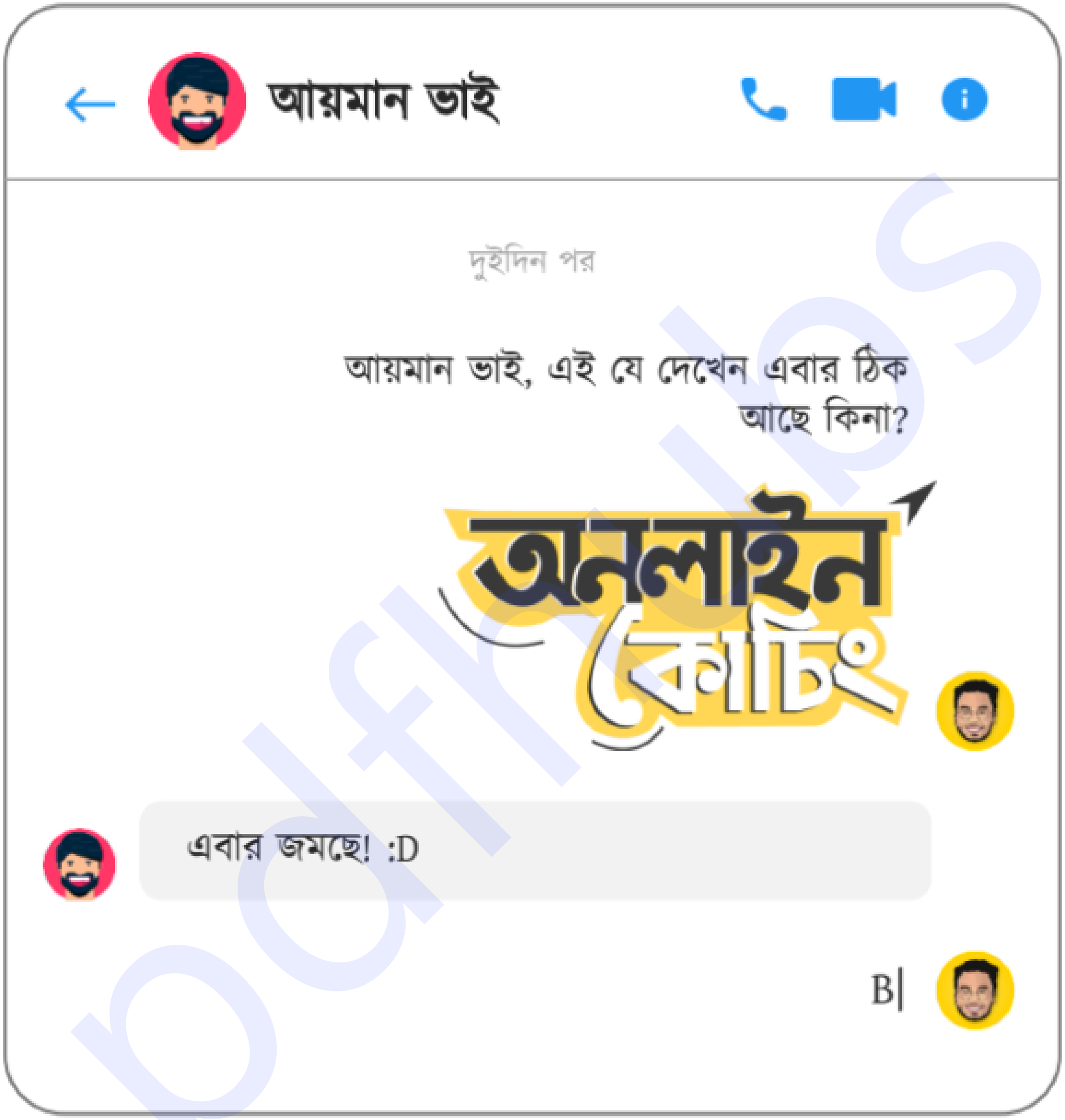
এই হলো বিভিন্ন ধরনের কালার প্যালেট এর খেলা যেখান থেকে তুমি তোমার নির্দিষ্ট কালার এখন খুঁজতে গেলে হয়তো আগের মতো মাথা ব্ল্যাংক থাকবে না। তোহ, এখন থেকে তুমিও কালার প্যালেট সম্পর্কে বস হয়ে গেলে!



for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

দুইদিন পর আবার সেই আয়মান ভাইয়ের নিমোনিক দেয়ার পালা!



তোহ, এবার বুঝেই গিয়েছো কোথায় খেলতে হবে! এবার তাহলে তোমার কালার প্যালেট এর আইডিয়া এবং ডিজাইন পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। তুমি এখান থেকে কী শিখলে তা দেখার জন্য বসে আছি অধীর আগ্রহ নিয়ে।

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

এলোমেলো অ্যালাইনমেন্টের দুনিয়ায় আমি দিশেহারা!



ডিজাইন করতে বসেছি কিন্তু কোন টেক্সট কোথায় বসাবো এবং কোন অ্যালাইনমেন্ট-এ বসাবো তার কোনো আইডিয়া নেই। কী বিপদে পড়লাম, বাবা! আচ্ছা যাইহোক, করলাম ডিজাইন এবং দেখালাম আশেপাশের মানুষদেরকে। দেখানোর পরে মানুষজন ঠিকমতো বুঝতে পারছে না আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি। :(

এরকম সমস্যায় আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তার আসল ঘটনা না জানার কারণে আমাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে যা বলে শেষ করার মতো নাহ।

এই এলোমেলো অ্যালাইনমেন্টের দুনিয়ায় দিশেহারা না হয়ে চলো শিখে ফেলি কোন ধরণের অ্যালাইনমেন্ট কোথায় ব্যবহার করলে ডিজাইনের গ্রামার ঠিক থাকবে এবং মানুষজন প্রথম দেখাতেই সহজে বুঝে যাবে।



আগেই বলে রাখি, অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট এর সাথে ডকুমেন্ট বা ক্যানভাসের হতে পারে আবার টেক্সট এর সাথে অবজেক্ট বা আইকনেরও হতে পারে।

তো, এসবের জন্যে কীভাবে অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে, তার কিছু পরিষ্কার উদাহরণ দেখাচ্ছি।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

তোহ, এভাবে মূলত অ্যালাইনমেন্ট করার পাশাপাশি আরও কিছু জিনিস মাথায় রেখে ডিজাইন অ্যালাইনমেন্ট বসানো যায়। যেমনঃ

- ব্যাকগ্রাউন্ডে প্যাটার্ন অথবা কিছু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং তা ঠিকমত দেখা যাচ্ছে কিনা সেটি খেয়াল রেখে অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন করতে পারবো।

- টাইটেল কোথায় বসবে তার উপর চিন্তা করে টেক্সট ও আইকনস বসানো।

- ডিজাইন ক্যানভাসে সবকিছু বসানোর পর ওভারল ভিউ-তে দেখে নেওয়া ডিজাইনের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা। যদি মনে হয় লেফট অ্যালাইনমেন্ট লেফট থেকে সরিয়ে রাইট সাইডে নিয়ে গেলে বেটার লাগবে তাহলে সেখানে সুন্দর করে বসিয়ে দিবো।

হোম-ওয়ার্ক টাইম!

এবার অনেক তো হলো অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা, এবার চলো তোমার ডিজাইন করা কোনো পোস্টার অথবা ব্যানার ঠিকমত এলাইনমেন্ট করেছো কিনা পাঠিয়ে দাও আমার কাছে এবং আমি বসে আছি তোমার সুন্দর অ্যালাইনমেন্টওয়ালা ডিজাইন দেখার জন্য।

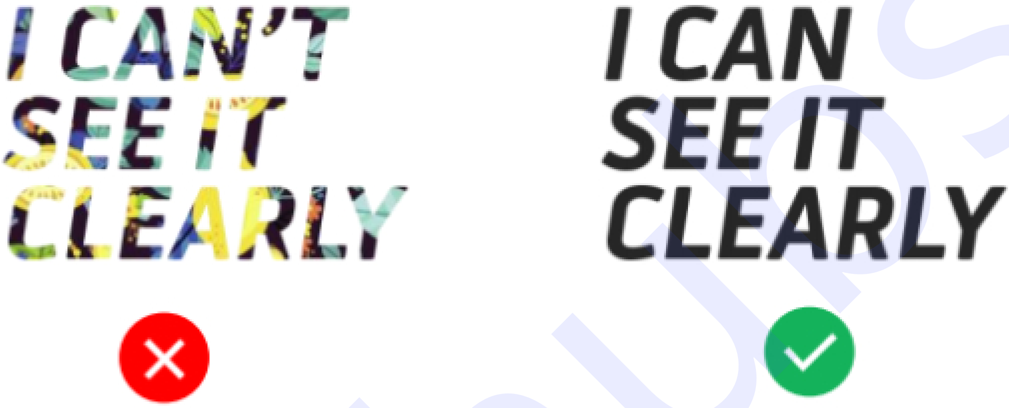
আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

টেক্সট ইফেক্টস এর মধ্যে আমার কোনো মাধুর্যতা নেই!



নতুন নতুন যখন ডিজাইন হ্যাকস শিখেছি তখন মনে হত যত কালার, ড্রপ শ্যাডো, টেক্সট ইফেক্ট সব কিছু একসাথে দিয়ে দেই, দেখতে বেশ চমৎকার লাগবে, তাই না! আসলে আমার ডিজাইন যে কুখ্যাত লেভেলের ক্ষ্যাত হয়েছে তা আমি নিজেও জানতাম না।

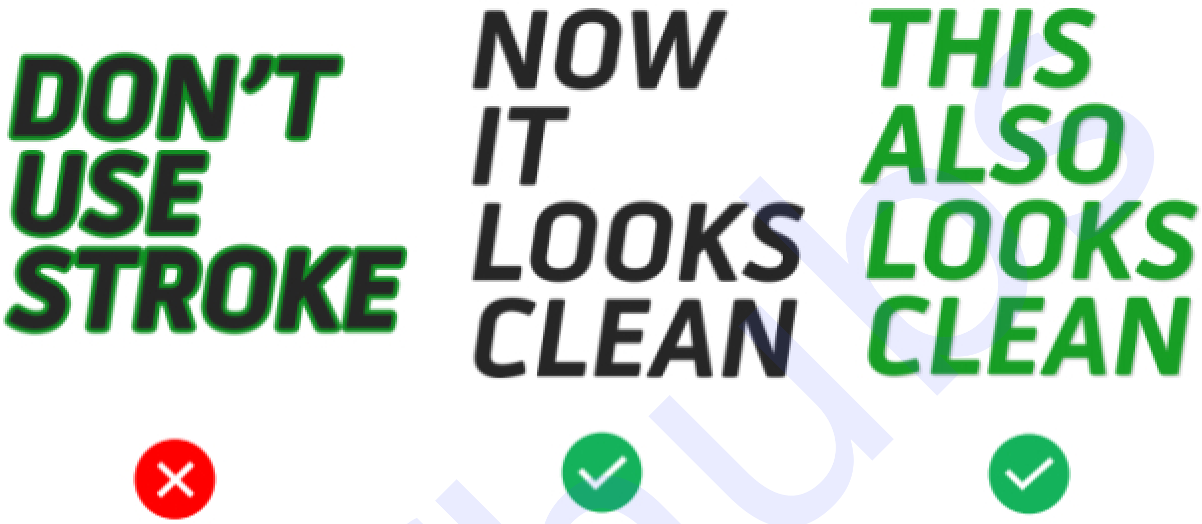


তখন এইসব কে বোঝে আর কে শোনে? নিজের ধারায় করে যেতাম ডিজাইন আর সাথে উরাধুরা টেক্সট ইফেক্টস।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

কিন্তু আসলেই কি এ ধরনের টেক্সট ইফেক্টস দেওয়া প্রয়োজন নাকি এর কোনো গাইড লাইন রয়েছে বা কোনো গ্র্যামার রয়েছে? একদম ঠিক ধরেছো এর কিছু জিনিস একদমই মাথায় রাখতে হবে তাহলে টেক্সট ইফেক্টস এর সময় তোমার ডিজাইনটা দেখতে আরো ক্লিন এবং সুন্দর দেখাবে।



টেক্সট এর ওপর এমনভাবে ইফেক্টগুলো সেট করবো যেন ক্লিন এবং ফোকাস ঠিক থাকে টেক্সট এর দিকে, মানে টেক্সট টা সহজেই বোঝা যায় এবং পড়া যায়।

এমন কোনো আহামরি ইফেক্ট দিবো না যেখানে পুরো ডিজাইন এ যে ম্যাসেজটা দিতে চাচ্ছে সেটা ব্যর্থ না হয়।



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



টেক্সট এমন জায়গায় বসাবো যেন পুরো ডিজাইনের সাথে অ্যালাইনমেন্ট রেশিও সব ঠিক রেখে একদম পরিষ্কার এবং অবশ্যই স্টাইলিস্ট মনে হয় এবং সবশেষে যেন তুমি যে ম্যাসেজটি দিতে যাচ্ছো, সেটা যেন পরিষ্কারভাবে মানুষ বুঝতে পারে।

কী? আবারও বলতে হবে আমাকে এখন তোমার করণীয় কাজ কী? তাহলে আর না বাড়াই কথা, বসে আছি তোমার ক্লিন এবং স্টাইলিশ টেক্সট ইফেক্টস দেখার জন্য।

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

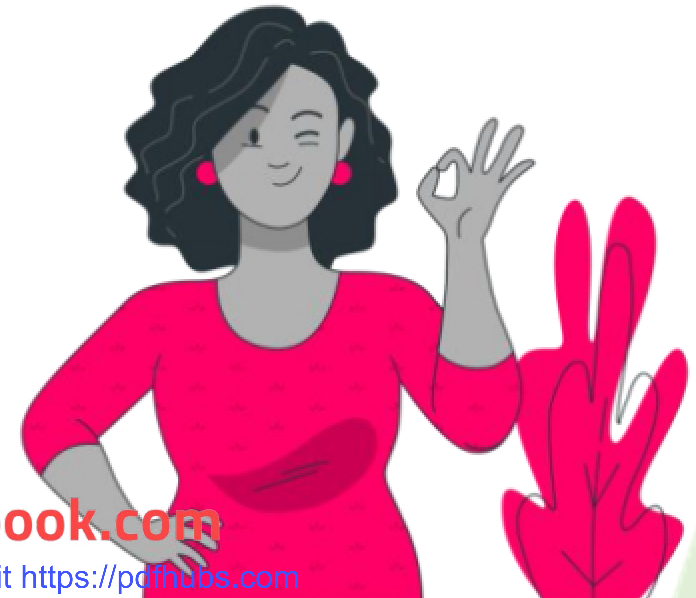
আমার ডিজাইন আমি করবো, যত ইচ্ছা তত ফন্ট ব্যবহার করবো!

একদা এক পীর আমাকে বলেছিল যে, "বাবা, তুমি যত ফন্ট ব্যবহার করবে তোমার ডিজাইন তত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলজ্বল করবে।" আমি বিষয়টা একদম আমলে নিয়ে তার সাথে সাথে বলে উঠি, "জ্বী, বাবা; আপনিই সব, আপনিই পরম ডিজাইন পীর।" <3



এরপর থেকে শুরু হয় আমার ফন্ট মাস্টারিং ডিজাইন করা। দুঃখের পোস্টার বসাতে যেয়ে হিপ-হপ রকিং টাইপ ফন্ট ইউজ করা, আবার নরমাল ফন্টের জায়গায় প্যাঁচানো উরাধুরা ইলেকট্রিক টাইপ ফন্ট ইউজ করেছি জীবনে কতবার তার কোনো হিসেব নেই।

আর একটা ডিজাইনে তো ইচ্ছামত মনের "মাধুরী দীক্ষিত" মিশিয়ে ফন্ট বসিয়েছি। বসিয়ে নিজে যে কী শান্তি অনুভব করেছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ডিজাইন পীর যেখানে প্রশান্তি আসে সেখানে! 😇



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আসলে কি এসব করা উচিত? -_-

না.. না, একদমই না।



একটি ডিজাইনের ২টার বেশি ফন্ট ব্যবহার করা মানে তোমার ১৪৪ ধারা আইন জারি করে মামলা করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। আর একটা ফন্ট ব্যবহার করলে তো বেশ ভালো। তখন কোনো জরিমানা হবেনা। তবে বাংলা এবং ইংরেজি দুইটার টেক্সট থাকলে তখন স্বাভাবিকভাবেই একটা বাংলা ফন্ট এবং একটা ইংরেজি ফন্ট ব্যবহার করা যাবে।

আজকে তোমাদেরকে ফন্ট এবং ফন্ট পেয়ার এর কিছু উদাহরণ দেই। এই পেয়ার মানে ভালোবাসা বললেও ভুল হবে না। যেমন বিয়ের জন্য পারফেক্ট জোড়া না মিললে স্বামী-স্ত্রীর সংসার অশান্তির হয়। তেমনি ফন্ট পেয়ার ম্যাচ না হলেও ডিজাইন সংসার অসুন্দর ও অসুখের হয়।

চলো জেনে নেই কতগুলো ফন্ট পেয়ারের উদাহরণঃ

Lobster & Cabin

Rancho & Gudea

Patua One & Oswald

Amatic SC & Josefin Sans

Yeseva One & Crimson Text

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

Roboto & Nunito

Montserrat & Istok Web

Nunito & Open Sans

Poppins & Open Sans

Clicker Script & EB Garamond

হিন্দ শিলিগুড়ি এবং **বালু দা**

কালপুরুষ এবং **শরীফ জনতা**

শরীফ জনতা এবং আখন্ড বাংলা

বিটপি এবং কালপুরুষ

এশিয়াটিক এবং **হরপ্পা লিপি**

ফন্ট সিলেকশনে যদি আরো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে "Designing Cheat Sheet" সেকশনে আরো অনেক ফ্রী ফন্ট পেয়ার রিসোর্সেস পেয়ে যাবে সহজেই।

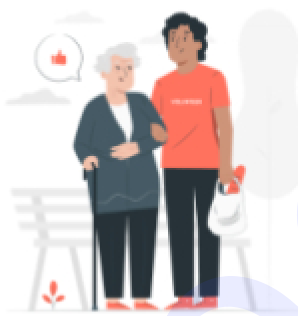
www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে বানাতে হবে জানি না!



ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার কয়েকটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তা না হলে পুরো জিনিসটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। চলো তাহলে জেনেই নেই ব্যাকগ্রাউন্ড বানাতে কী কী জিনিস মাথায় রাখতে হয়।



জ্যামিতিক শেইপ ব্যবহার করতে চাইলে এমন ভাবে অবজেক্টগুলো বসাবো অথবা প্যাটার্নগুলো বসাবো যেন হিবিজিবি দেখা না যায়। একটি সুন্দর কালার থিম মেইনটেইন করে ব্যাকগ্রাউন্ড বানালে মানুষের চোখে আকৃষ্ট করবে এবং লেখা গুলোও বোঝা যাবে স্পষ্ট।

এমন সব ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার না করি যেগুলো চোখের সামনে আসলে স্কিপ করতে মন চায়। যেমন ধরো সব ধরনের কালার মিলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আসলে ওইভাবে কালারগুলো যোগ করলে হয়তো বা মাঝেমধ্যে অনেক বাজে দেখা যায়। কিন্তু আমরা যদি কয়েকটা কালারের মিলে একটা কালার প্যালেট মেইনটেইন করে অথবা সিলেক্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ড বানাই তাহলেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে আরো অনেক ক্লাসি লাগবে এবং ক্লিন দেখা যাবে।



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



এইসব আইডিয়াগুলো মাথায় নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন করলে তুমিও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে এবং সহজেই বানাতে পারবে তোমার পোস্টার, ব্যানার, ব্রোশার ও থাম্বনেইল সবকিছুর ডিজাইন।

ইউনিভার্সিটিতে যখন অনার্স-মাস্টার্স পড়ায় তখন কিন্তু অনেকগুলো সাবজেক্ট পড়িয়ে থাকে কিন্তু তুমি যখন পুরো কোর্সটা শেষ করো তখন কিন্তু মেজর একটা সাবজেক্টের উপর তোমার অনার্স-মাস্টার্স ফোকাস থাকে। যেমন তুমি আমি পড়েছি বিবিএ এর সবগুলো সাবজেক্ট কিন্তু আমার মেজর ছিল ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এবং মাস্টার্সের গিয়ে মেজর ছিলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।



আমি বর্তমানে লোগো ব্র্যান্ডিং ডিজাইনিং এবং UI/UX নিয়ে কাজ করছি যেন ভবিষ্যতে এই জায়গাতে কাজ করে ভালো কোনো আউটপুট সবাইকে দিতে পারি। আমার কাছে ডিজাইন আগে থেকেই অনেক ভালো লাগতো এটাই আমি প্র্যাকটিস করেছি এবং এটাকে নিয়ে আমি আমার প্রফেশনাল লাইফ সেট করেছি।

তোমার কাছে ডিজাইনিংয়ের কোন সেক্টরটি ভালো লাগে অথবা তুমি ভবিষ্যতে ডিজাইনিংয়ের কোন জায়গাতে কাজ করতে চাও আমাকে ইমেইলের মাধ্যমে জানাতে পারো কিন্তু!

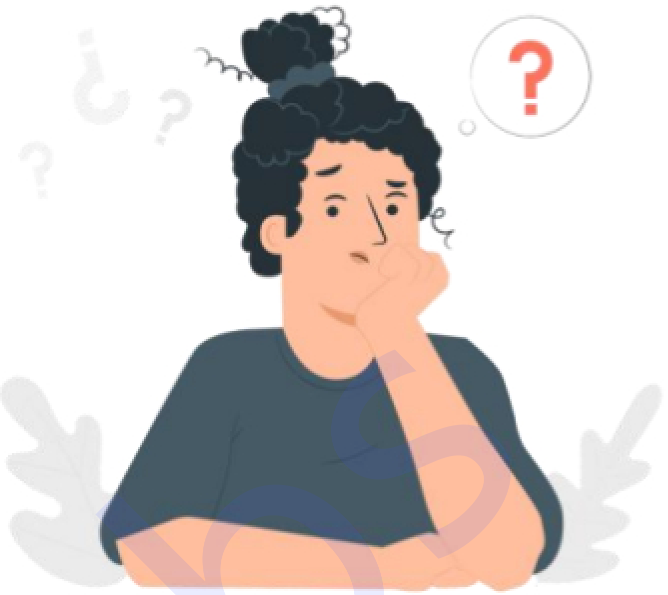
তাহলে আর দেরি কিসের? এগুলো মাথায় রেখে ডিজাইন করে ফেলো তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সহ পোস্টার এবং শেয়ার করো আমার সাথে।

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

জীবনে কী শিখলাম?



এতসব কিছু শেখার পর তাও মনের মধ্যে কুটুর পুটুর করছে আমার ডিজাইন সেন্স কতটুকু ইম্প্রুভ হলো!

- আমি কি প্রো লেভেলের ডিজাইন করতে পারবো এখন?
- আমার কি এখন ডিজাইন করে ফ্রিল্যান্সিং করার উপযুক্ত বয়স হয়ে গিয়েছে?
- আমার কি এখন ভাব নিয়ে নিজের ফেসবুক প্রোফাইল এবং কাভার ফটো নিজে ডিজাইন করে মানুষকে দেখানোর সময় চলে এসেছে?
- আমার কি সেই জ্ঞানটুকু চলে এসেছে যে জ্ঞান দিয়ে আমি বিভিন্ন ডিজাইন এজেন্সি তে এপ্লাই করতে পারব?

উত্তরটা এখনও পর্যন্ত, না।

কারণ, তুমি যদি আগে থেকেই ডিজাইন না করে থাকো অর্থাৎ সবেমাত্র শুরু করেছো তাহলে তোমার নিজের ডিজাইন সেন্স বিল্ড-আপ করার জন্য নিজেকে কিছুটা টাইম দিতে হবে। এখন কীভাবে নিজেকে টাইম দিতে হবে সেটা তো জানি না।

কীভাবে?



১। বিভিন্ন ডিজাইন পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটে গিয়ে ভালো ডিজাইন চেনা শিখতে হবে।



২। অন্যের ভালো ডিজাইনগুলো নিজে নিজে অ্যানালিসিস করে বুঝতে হবে কেন এই টেক্সট, এই শেইপ কিংবা এই কালার টা ব্যবহার করা হয়েছে।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

৩। কেন এই ডিজাইনটি ভালো তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

৪। সেই ডিজাইনগুলো দেখার পরে নিজের নতুন ডিজাইনের আইডিয়া নিজের মাথায় ঘুরপাক খাওয়ায়ে নতুন ডিজাইনের স্কেচ বানাতে হবে।

৫। এরপর নিজেই নিজের ডিজাইনের অ্যানালিসিস করে ভুল বের করা শিখতে হবে এবং পরবর্তী ডিজাইনের পরিবর্তন আনতে হবে।



ভালো ডিজাইন আইডেন্টিফাই করার দক্ষতাকে নিচের বডি মাসেলস এর সাথে তুলনা করা যায়। তুমি যত তোমার বডি মাসেলসকে ট্রেইন করবে ঠিক ততই তুমি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রেও একদম সেইম। মনে রাখবে, কেউ জন্মগতভাবে ডিজাইন শিখে আসে না। আর যারা এই মাঠে অনেক বেশি জনপ্রিয় তারা সবাই প্র্যাকটিস এবং শিখেই জনপ্রিয় হয়েছে।

তো আর দেরি কিসের তোমার ভালো ডিজাইন চেনার দক্ষতা এবং কিভাবে তুমি একটি ভালো ডিজাইন চেনার ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে সেগুলো বিশ্লেষণ করে আমার সাথে শেয়ার করতে পারো। আমিও তোমার কাছ থেকে তোমার ডিজাইন চেনার দক্ষতা শেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে আছি।

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে
www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

www.purepdfbook.com

বাবু বাজারের প্রেসের দোকানে ফাহিমের কাছে লোগো বানানোর টেমপ্লেট!



এতসব কিছু শেখার পর তাও মনের মধ্যে কুটুর পুটুর করছে আমার ডিজাইন সেন্স কতটুকু ইম্প্রুভ হলো!

আমার একটি ছোট স্টার্টআপ ব্যবসাপাতি'র কিছু জিনিস প্রিন্ট করানোর সুবাদে বাবু বাজারে গিয়েছিলাম একদিন। এক দোকানে গিয়ে সবকিছু প্রিন্ট করানোর জন্য আমার ডিজাইন করা ডিজাইনস গুলো দিয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ দেখি সেই ছোট দোকানের এক কোণায় সিআরটি মনিটর নিয়ে বসে বসে এডোবি ইলাস্ট্রেটরে কাজ করছে এক পিচ্চি। আমি খুব কৌতুহল নিয়ে তার সামনে গিয়ে দেখলাম সে লোগো বানাচ্ছে।

আমি তো দেখে অবাক একদমই! কী যেন কতগুলো শেপস আর সার্কুলার কতগুলো আইকনের এলিমেন্টস নিয়ে উপরে বসাচ্ছে এবং নিচে টাইটেল দিয়ে ধুপধাপ লোগো বানিয়ে ফেলছে। আমিতো মনে মনে ভাবছি জীবনে করলাম কী! তাও আবার ইনস্ট্যান্ট লোগো বানায় ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি দিচ্ছে। মনের মধ্যে কৌতূহল নিয়েই ওকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম,



আমিঃ এই যে মিস্টার, কী নাম তোমার?
ছেলেটাঃ ভাই, আমার নাম ফাহিম।
আমিঃ কী করছো?
ফাহিমঃ এইতো ভাই, লোগো বানাইতাছি।
আমিঃ আইডিয়া কোত্থেকে পাও?
ফাহিমঃ আইডিয়া লাগে না ভাই। আমার কাছে সব লোগো বানানের একটা ফাইল আছে। আমারে এক বড় ভাই দিছিলো। অইহান থেকাই যেকোনো লোগো কইবেন বানায় [illegible]

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

ওরে বাবা কী বলো এইসব! 😮

ফাহিমঃ ভাই, এইখানে আমার কাছেই সবাই লোগো বানাইতে আহে।
আমিঃ তাহলে তো তুমি বেশ ফেমাস বান্দা এই এলাকায়।
ফাহিমঃ কী যে কন না, ভাই। (মুচকি হাসি দিয়ে)

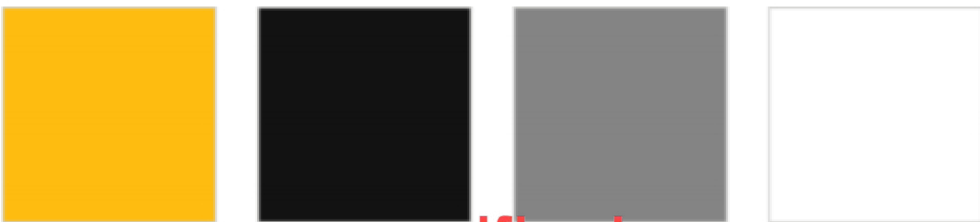
উপরের ঘটনা থেকে অবশ্যই বোঝা গেল, ফাহিম ছেলেটা কত দাপটের সাথে একটি মাত্র লোগো টেমপ্লেট নিয়ে বাবুবাজার কাপাচ্ছে কিন্তু এটা ডিজাইনের নিয়মের একদম বাইরে বলব কিনা তা জানি না কিন্তু এভাবে একচুয়ালি ডিজাইন করা যায় না।

তোমাকে কোনো লোগো ডিজাইন করতে হলে কোন কোন পাঁচটি জিনিস সবসময় মাথায় রাখতে হবে তা এখন আমি আলোচনা করবো।

১। তোমার এই লোগো কাদের জন্য বানাচ্ছো এবং কী নাম দিলে মানুষ সহজে রিলেট করতে পারবে সেটা চিন্তা করে বের করতে হবে। যেমন ধরো, আমি আমার স্টার্টআপের ব্যাপারে চিন্তা করেছি আমি অনলাইন ফেইসবুক এর মাধ্যমে যে কোন প্রোডাক্ট বিক্রয় করবো। অনেকগুলো নামের মধ্যে আমার কাস্টমারদের কথা মাথায় রেখে একটি বাংলা নাম সিলেক্ট করেছি। তার নাম ছিল ব্যবসাপাতি।

ব্যবসাপাতি

২। কালার প্যালেট কী হবে, কোন কালার আসলে পজিটিভ একটা ভাইব দিবে সেটা একটু চিন্তা করে বের করতে হবে। যেমন ব্যবসাপাতি নাম ঠিক করার পরে আমি কালার প্যালেট ঠিক এভাবে সিলেক্ট করেছিলাম লোগোতে।



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

৩। কোন ফন্ট অথবা আইকন ব্যবহার করবো?

ব্র্যান্ডের নাম লিখার ক্ষেত্রে কোন ফন্ট ব্যবহার করব তা ব্র্যান্ডের কাজের ধরনের সাথে যেন মিল থাকে সেই বিষয় মাথায় রেখেই সিলেক্ট করবো আর যদি নিজের বানানো টাইপোগ্রাফি দিয়ে বানানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে তো আরো ভালো হয় ব্যাপারটা।

আমি ব্যবসাপাতি লোগোর টাইপোগ্রাফি ফ্রী বাংলা ফন্ট "হরপ্পা লিপি" থেকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছি ঠিক এরকম ভাবে।

৪। আইকন দিয়ে কোনো সিম্বল বানানো যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করা যে, কোনো আইকন দিয়ে যদি সহজেই ব্র্যান্ডের নাম বোঝানো যায় তাহলে আইকনের নিচে নাম লিখে দিয়ে অথবা আইকনের সাথে একত্রিত করলেও কোনো সমস্যা নেই। আইকন মূলত ব্র্যান্ডের নামকে ছবির সাহায্যে বোঝানো। ঠিক তেমনি ব্যবসাপাতির লোগোতে আমি শুধু মাত্র টাইপোগ্রাফি দিয়েই বানিয়েছি। এখানে কোনো আইকন ব্যবহার করিনি।

৫। ডিজাইন করো এবার তোমার ব্র্যান্ড লোগো!

সবকিছুর গবেষণা হয়ে গেলে এবার তোমার লোগো ডিজাইন করা শুরু করে দাও এবং কয়েকটা ভার্সন ডিজাইন করে সবার কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে ফাইনাল একটি লোগো সিলেক্ট করো।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

এটা হচ্ছে আমার ব্যবসাপাতির একদম ফাইনাল লোগো ডিজাইন।



উপরে ৫টি স্টেপস ফলো করে ডিজাইন করে ফেলো তোমার নতুন লোগো ডিজাইনটি আর আমি আছি তোমার লোগো ডিজাইন দেখার অপেক্ষায়।

www.purepdfbook.com

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

নীলক্ষেতের ওই মামার পোস্টার ডিজাইন আর আমার ডিজাইন একরকম!



নির্বাচনের সময় দেখা যায় প্রেস ওয়ালাদের ডিজাইনিং দাপট এবং প্রচারণার অ্যাভেঞ্জার গেইম। আবার ঈদ আসলে দেখা মেলে নানা রকমের ঈদ মোবারক পোস্টার দেয়ালে ও তারখাম্বায়।

কী অদ্ভুত রকমের কালার কম্বিনেশন বাবা দেখলেই মনে হয় কালার হুইল এর কোনো কালার বাদ রাখেনি তারা। এমনও কিছু কালার দেখি যা দেখে মনে হয় গ্রেডিয়েন্ট এর বাইরে গিয়ে মঙ্গলগ্রহ থেকে নতুন কালার প্যালেট নিয়ে এসেছে।

ফন্টের কথা বলতে গেলে মনে হয় কোথায় আসলাম রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি একই পোস্টারের তিন-চারটা ফন্ট এবং তার সাথে একই ফন্টের সাইজ পাঁচ ছয় রকমের সাইজের, এমনকি বোল্ড, ইটালিক করে বসানো। একদম মাথা খারাপের মত অবস্থা।



ফন্টের কথা বলতে গেলে মনে হয় কোথায় আসলাম রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি একই পোস্টারের তিন-চারটা ফন্ট এবং তার সাথে একই ফন্টের সাইজ পাঁচ ছয় রকমের সাইজের, এমনকি বোল্ড, ইটালিক করে বসানো। একদম মাথা খারাপের মত অবস্থা।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

এর সাথে অ্যালাইনমেন্ট এর কথা যদি বলি তাহলে শুধু তারা প্রিন্ট করার জন্য একটা জায়গা ফিক্স করে ওটার মধ্যে যেখানে জায়গা খালি পাচ্ছে সুন্দর মতো ছোট বড় করে ডিজাইন এলিমেন্টস বসিয়ে দিচ্ছে।

যাইহোক, মামাদের ডিজাইন নিয়ে তো অনেক কিছুই জেনে গেলাম কিন্তু আমাদের ডিজাইন এখন কিভাবে করলে একদম পারফেক্ট পোস্টার ডিজাইন হবে তা কী করে জানবো?

চলো তাহলে আমরা তা জেনে আসি।



প্রথমত কোনো ব্র্যান্ডের জন্য পোস্টার ডিজাইন করতে হলে আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেই ব্র্যান্ড কালারগুলো কী কী। সেই ব্র্যান্ডের কালারগুলো দিয়েই পোষ্টার ডিজাইন করতে হবে।

সেই ব্র্যান্ড কালার এর ভেতরে থাকাটাই সবচেয়ে সুরক্ষিত। যেমন গ্রামীণফোন মোবাইল কোম্পানী তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহৃত পোস্টারগুলোতে আজ পর্যন্ত নীল কালার ছাড়া অন্য কোম্পানীর কালার দেখা যায়নি। আবার অন্যদিকে অন্যান্য কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও সেইম। রবি'র লাল, বাংলালিংকের কমলা এবং টেলিটকের সবুজ এবং আরো অনেক কোম্পানী রয়েছে যারা একদম স্ট্রিক্টভাবে তাদের ব্র্যান্ড কালার ফলো করে ব্যবহার করে থাকে।

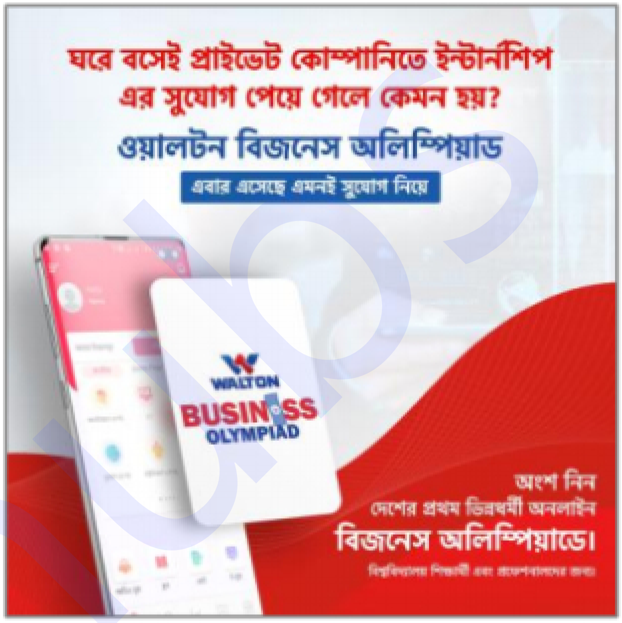
ব্র্যান্ডের ব্যবহৃত ফন্ট এর বাইরে যাওয়া যাবে না। যদি যায় তাহলে ডিজাইনের ব্র্যান্ড ভ্যালুর সাথে মিলে না।

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

উপরের কয়েকটা জিনিস ঠিক রেখে এবার তুমি তোমার ক্রিয়েটিভিটি দেখাও। পোস্টার এর মধ্যে যেহেতু আমি টেন মিনিট স্কুলের কাজ করছি আমাদের ডিজাইন করা কয়েকটি পোস্টার দেখাচ্ছি। এতে করে তোমার একটি সুন্দর ধারণা হয়ে যাবে।









তো হ, পোস্টার ডিজাইনগুলো দেখা হলে জানাবে কেমন লাগলো। এবার তোমার ডিজাইন করা পোস্টার বানিয়ে আমাকে দেখাও সেই আগের ঠিকানায়।

www.purepdfbook.com

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

আসিফ! আমার ইমার্জেন্সি ব্যাক-আপ লাগবে। কই তুই?

আয়মান ভাই

আসিফ, আছিস?

ইয়েস ভাই!

কই তুই? পিসির সামনে?

না ভাই। আমি তো ঘরের বাজার সদাই কিনতে আসছি বাজারে।

ওহ শিট!

কী লাগবে ভাই?

অ্যাকচুয়ালি, আমি এখন একটা মিটিংয়ে ঢুকবো কিন্তু একটা ডিজাইন থেকে একটা টেক্সট রিনেইম করতে পারছিনা।

শুধু টেক্সট রিনেইম করা লাগবে, ভাই?

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

আয়মান ভাই

ইয়েস।

আচ্ছা, এক মিনিট ভাই আমি ডিমের প্যাকেটটা রেখে নেই। তারপর বলতেছি কী করা লাগবে।

তাড়াতাড়ি কর, বাবা। পলক ভাই অলরেডি তার ডেস্কে চলে আসছে।

আরে টেনশন নিয়েন না। ডিমের টাকাটা দিয়ে নেই। একটা মিনিট!

প্লিজ

এক মিনিট পর

আসছি এবার। এবার বলুন আপনি আপনার ল্যাপটপটা সাথে করে এনেছেন?

এনেছি মানে, ব্যাটা! ওপেন করে বসে আছি।

এইতো আপনি আসলেই জোস! তাহলে এক কাজ করেন এবার, অনলাইন ফটোশপ http://www.photopea.com এ ব্রাউজ করেন।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

ক্যামনে ব্যাটা?

একদম অফলাইন ফটোশপের মত File-এ ক্লিক করে তারপর Open-এ ক্লিক করবেন।



এটা?

এইতো ভাই আপনি ওপেন করে ফেলেছেন। এখানে আপনি ফটোশপের ফাইল, Adobe XD, Sketch, PDF এবং ইমেজ নিয়েও আরামসে এডিট করতে পারবেন কোন ঝামেলায় নেই।

সেই তো!

এবার কথা না বাড়াই। তাড়াতাড়ি আপনার পিএনজি অথবা ইমেজটা ইমপোর্ট করেন।

www.purepdfbook.com

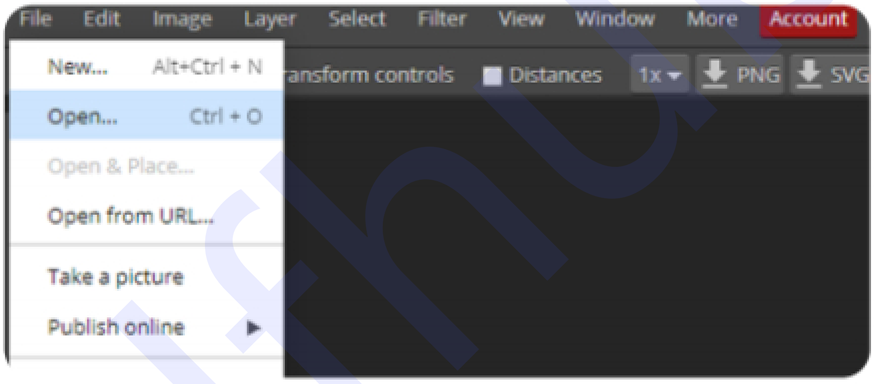
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

একটু দাঁড়া।

জ্বী ভাই। আমি বাজারের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি বসার কোনো জায়গা নেই। -_-



এরকম??

ইয়েস, ইয়েস। এরকম!! এখান থেকে আপনার ইমেজটা সিলেক্ট করে ইমপোর্ট করে ফেলেন

করলাম। এবার বল ক্যামনে টেক্সট রিনেইম করবো?

আমাকে স্ক্রিনশট নিয়ে ইমেজটা দেখান কাইন্ডলি।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই



এই যে এটা হলো লোগো। এখানে Olympiad এর জায়গায় Challenge হবে।

ওহ, বুঝতে পেরেছি। তাহলে আপনি এক কাজ করেন ইমেজ টুল খুঁজে বের করে সেই টুল দিয়ে Olympiad টেক্সটা মুছে ফেলেন এবং Challenge টেক্সট নতুন করে লিখে দেন।

আচ্ছা ট্রাই করি।



Olympiad টেক্সট ইরেজ টুল দিয়ে মুছলাম।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই



এখন টেক্সট আইকন এ ক্লিক করে Challenge টেক্সট অ্যাড করলাম।



বাহ, জোস! আপনি অনেক কুইক লার্নার, ভাই! বলার সাথে সাথেই করে ফেলেছেন।

এরপর কী করবো বল, ব্যাটা। আর তিন মিনিটের মধ্যে মিটিং শুরু হবে।

এখন তাহলে আপনার ফাইলে ক্লিক করে এক্সপোর্ট এ ক্লিক করে ছবিটা কোন ফরমেটে সেভ করতে চান সেটার উপরে ক্লিক করলেই সেভ হয়ে যাবে।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই



এটা?

ইয়েস ভাই।

এবং কাজ শেষ।

B|

থ্যাংকস রে। এখন যাই, পরে কথা হবে।

ওয়েলকাম, ভাই। আমিও বাকি বাজার-সদাই করে বাসায় যাই।

অলরাইট। খোদা হাফেজ।

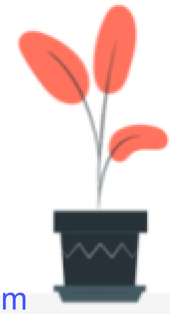
খোদা হাফেজ, ভাই। আপনার মিটিং এর জন্য রইল শুভকামনা! <3

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com



তো বুঝেই গেলে, কী প্যারা নিয়ে কাজ করা লাগে তাই না! তো এরকম অনেকগুলো অনলাইন টুল রয়েছে যার মাধ্যমে তুমি তোমার ছোট ছোট ইমার্জেন্সি কাজ করে ফেলতে পারবে একদম সহজেই !



www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাইয়ের সাথে ম্যাসেঞ্জারে বসে থাম্বনেইল ডিজাইনিং!

টিং! হঠাৎ করেই একদিন ম্যাসেঞ্জারে আয়মান ভাইয়ের ম্যাসেজ।

আয়মান ভাই

কিরে, আসিফ ! কী করছিস? শুনলাম তুই বই লিখতেসিস। তা, কিসের বই?

সালাম, ভাই, ইয়ে মানে হ্যাঁ ভাই, গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর একখানা বই লিখতেসিলাম। এবং এখন শেখাতে যাচ্ছি কীভাবে ফটোশপ দিয়ে থাম্বনেইল ডিজাইন করতে হয়! 😁

বাহ! ভালোই তোহ। 😃

আপনি তো শুধু PowerPoint -এই সব কাজ করে ফেলেন কিন্তু ফটোশপ দিয়ে যে আরো সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা যায় তার হ্যাকস তো আপনার অনেকটাই অজানা! :P

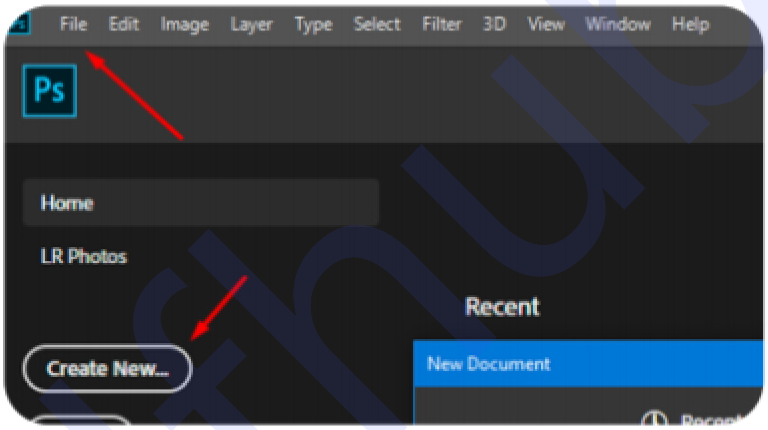
চল, তোর ফটোশপের জাদু দেখে আসি। কী কী দেখাবি আজকে দেখা

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

চলেন তাহলে! আপনার ফটোশপ তো লাস্টদিন ইন্সটল করে দিয়েছিলাম। ওপেন করেন। নতুন উইনডো ওপেন হলে File -এ ক্লিক করে Create New -তে ক্লিক করে ফেলেন ঠিক নিচের স্ক্রিনশটের মত।



দাঁড়া, আমার ল্যাপটপটা অন করি।

সিওর সিওর! তাড়াতাড়ি করেন। আমার হাতে আবার সময় কম। :P

আচ্ছা!! :P নতুন ফাইল ওপেন করে ফেলেছি, স্যার! তারপর?

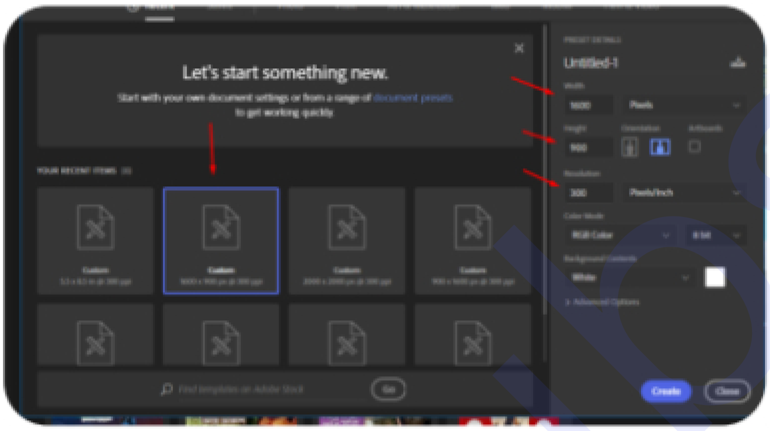
পারফেক্ট! :D এরপরে Width: 1600px, Height: 900px এবং Resolution: 300 সেট করে Create New Document এ ক্লিক করে ফেলুন ঠিক নিচের আরেকটি স্ক্রিনশটের মতন।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই



Yes, Done! কিন্তু এই জিনিসগুলো কী অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না। একটু বুঝাবি আমাকে?

অবশ্যই, আমি এখনই আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ডকুমেন্টে উইডথ বা প্রস্থ এবং হাইট বা উচ্চতা যে দুটো জিনিস আছে এই জিনিস দুটো সেট করে নিতে হয় কারণ আমাদের এই ক্যানভাসে এ দুটো জিনিস সিলেক্ট করা লাগে এবং এরপর আপনাকে এই ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার আগে রেজুলেশন ঠিক করা লাগে। By Default এখানে 72 দেওয়া থাকে কিন্তু আমাদের ডিজাইনের বেটার রেজুলেশন পাওয়ার জন্যে আমরা এখানে 300 দিয়ে নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করবো।

বুঝতে পেরেছি। তার মানে আমরা সবসময় রেজুলেশন 300 সেট করে ডিজাইন করবো।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

এইতো বুঝতে পেরেছেন এখন! :D

এরপর কী করবো? একটি নতুন পপ আপ উইন্ডো এসেছে ঠিক এরকম,



হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের থাম্বনেইল ডিজাইন করার ক্যানভাস। এখন চলুন আমরা থাম্বনেইল ডিজাইন করি।

ইয়েস, স্যার! :D

এর আগে আপনাকে ফটোশপের একদম বেসিক ইন্টারফেস সম্পর্কে একটু ধারনা দেই।

www.purepdfbook.com

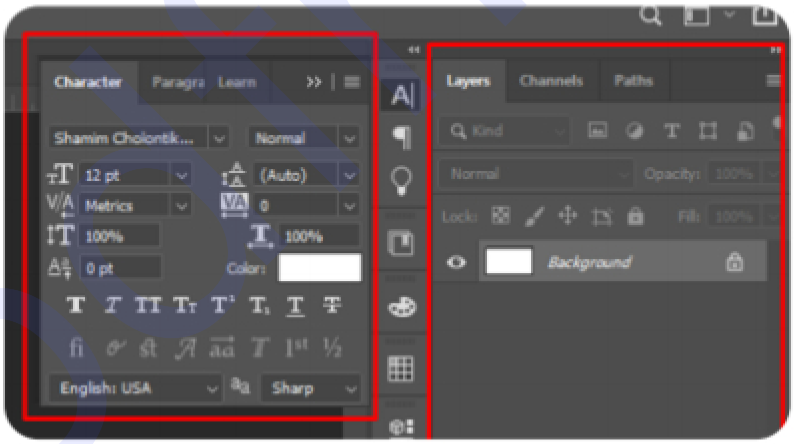
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

ফটোশপ ইন্টারফেসের একদম ডান দিকে Layer নামে একটি বড় জায়গা পাবো সেখানে আমরা আমাদের ডিজাইন অবজেক্টগুলো রাখতে পারবো অথবা যেকোনো অবজেক্টের লেয়ার এখানে দেখতে পারবো যে এগুলো কোন জায়গায় কোন লেয়ার অবস্থান করছে।

এবং তার ঠিক পাশেই একটি টুলবার রয়েছে। তার নাম হচ্ছে Character Toolbar সেখানে আমরা Text, Text এর ফরম্যাট এবং স্পেস নিয়ে কাজ করতে পারবো।



আরেহ এখানে তো অনেক কিছুই করা যায় দেখছি একদম ধরে ধরে। বেশ ভাল্লাগসে ব্যাপার গুলো!

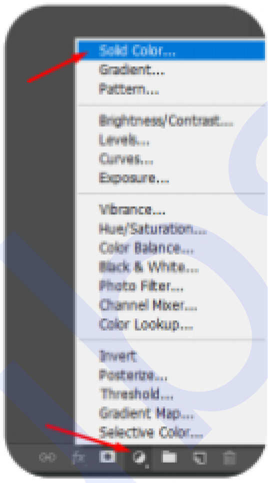
আসলেই ভাই। ইমেজ নিয়ে কাজ করতে চাইলে ফটোশপ বেস্ট!

www.purepdfbook.com

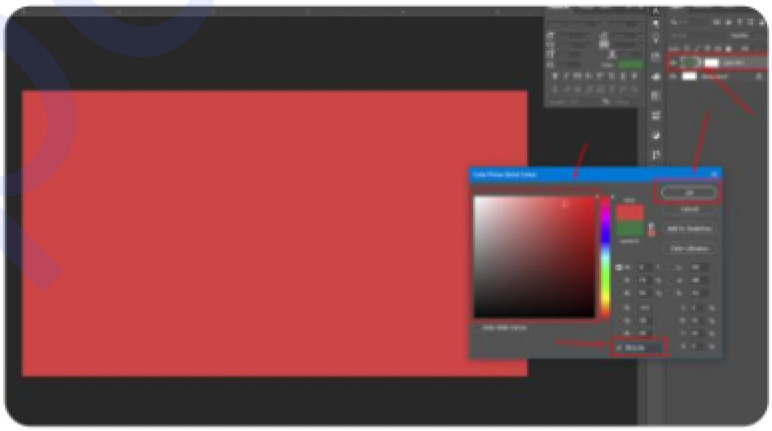
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই



সেখানে ক্লিক করার পর নিচের ছবির মতো আমরা দেখতে পাবো একটি পপ-আপ কালার পিকার উইন্ডো আমাদের চোখের সামনে এসেছে এবং সেখান থেকে আমরা লাল কালার সিলেক্ট করে Ok ক্লিক করলাম। ঠিক একই ছবিতেই আমরা দেখতে পারবো লেয়ার বক্সে একটি নতুন Solid Color লেয়ার যুক্ত হয়েছে। এভাবেই আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে ফেললাম।



হুম, কালার চেঞ্জ করা এখন হাতের ময়লা! 😉

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

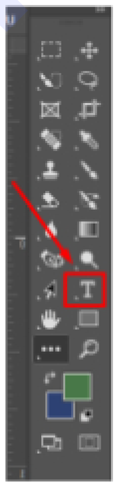
for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

কালার চেঞ্জ করার পরে আমরা আমাদের টাইটেলটা লিখে ফেলি।

টাইটেলটা "গ্রাফিক ডিজাইন" দিয়ে দেখা।

জো হুকুম, স্যার! :D



আচ্ছা, টাইটেল অথবা কোনো টেক্সট লিখতে হলে আমাদেরকে ফটোশপের একদম বায়ের দিকে যে টুলবার রয়েছে সেই টুলবার থেকে T আইকনটি দেখতে পারছি আমরা সে আইকন এ ক্লিক করবো এবং ডকুমেন্টের যেখানে আমরা টাইটেল লিখতে চাই ঠিক সেখানে ক্লিক করে আমরা আমাদের টেক্সটটি লিখবো।

বুঝলাম।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

Character Toolbar থেকে Text -এর কালার এবং সাইজ ঠিকঠাক করে ডকুমেন্টের একদম মাঝ বরাবর বসিয়ে দিলাম ঠিক এভাবে :D



এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তোহ?

জ্বী, স্যার! একদম পারফেক্ট!

জোস! এবার চলুন আশেপাশে কিছু ডিজাইন ইলিমেন্টস বসাই।

ডিজাইন ইলিমেন্টস গুলো কোত্থেকে আনবি? আমিতো অন্য জায়গা থেকে PNG এনে বসাতাম PowerPoint -এ।

এখানে আপনি চাইলে বাইরে থেকেও ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ইমেজ নিয়ে আসতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

আবার এখানেই Shapes দিয়ে সুন্দর ডিজাইন ইলিমেন্টস বানিয়ে নিতে পারবেন। Shapes দিয়ে কাজ করলে অনেক ফাস্ট কাজ করে ফেলা যায়। কারণ Google -এ গিয়ে আমার অনেকক্ষণ কোন ডিজাইনটা বসাবো ভাবতে ভাবতে যে সময়টা চলে যায় তার চেয়ে মাথায় কিছু আইডিয়া থাকলে এখানে বসেই বানিয়ে ফেলতে পারি।

একদম সত্যি! :D

আর আপনি তোহ জানেনই আমার সময় কম। :P

হা হা হা, ফাইজলামি না করে এবার সময়টা বাঁচান, স্যার।

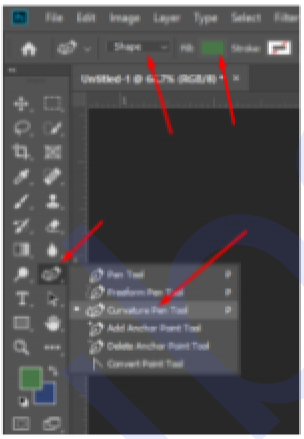
ইয়েস, স্যার!!
এরপর ঠিক আগের মতো উপরে বাম পাশের টুলবারে গিয়ে Pen Tool এর অপশনে ক্লিক করে Curvature Pen Tool সিলেক্ট করবো। এবং উপরে একটা অপশন চলে আসবে যেই বক্সে Shape লিখা। এই বক্সটায় Shape সিলেক্ট করা না থাকলে Shape সিলেক্ট করে নিবো। তা নাহলে Pen Tool দিয়ে কাজ করলে Shape Layer হবে না। আর Shape Layer না হলে আমরা সহজে কালার চেঞ্জ করতে পারবো না। এবং Fill Color টাও উপর থেকে সিলেক্ট করে নিবো যেটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যায়।

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

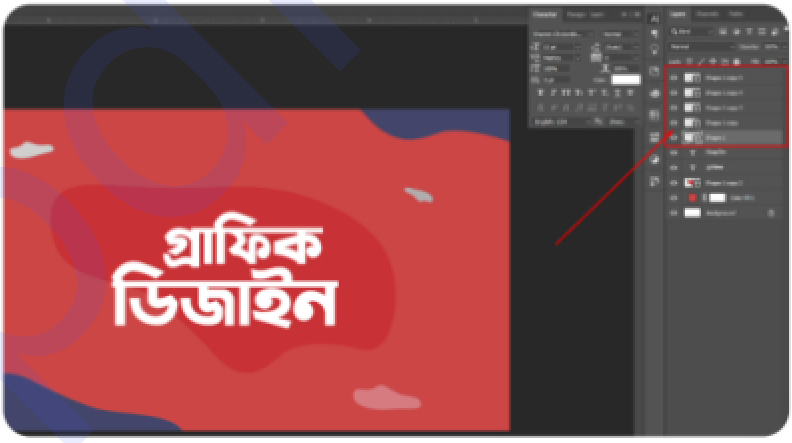
for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই



অলরাইট!

এবার তাহলে Shape এঁকে বসাই। ঠিক নিচের মতো যেখানে দেখতে ভালো লাগবে সেখানে।



এখানে আমি আমার মত করে একটা Shape বানিয়ে কপি করে কতগুলো Shapes করেছি। এবং Layer Box -এ দেখা যাচ্ছে Shapes গুলোর লেয়ারস। এবং আমি প্রত্যেকটি Shape লেয়ার এর কালার চেঞ্জ করেছি ঠিক ওই লেয়ার এর উপরে ডাবল ক্লিক করে। ডাবল ক্লিক করলেই কালার প্যালেটের অপশন চলে আসে এবং সেখান থেকে কালার সিলেক্ট করে অন্য কালার সেট করে দিয়েছি। বুঝতে পেরেছেন ভাই?

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

বেশ সহজ তোহ! আচ্ছা ফ্ল্যাট ডিজাইন হিসেবে এটা ঠিক আছে কিন্তু আমার একটা ফিডব্যাক আছে।!

As always... :3

মাঝের টেক্সটটা আরেকটু বড় করে দে। তাহলে মোবাইল ভিউ থেকেও থাম্বনেইলে কি লেখা আছে তা পরিষ্কার দেখা যাবে। এখান থেকে তোকে ভিডিও বেশি ভিউ পাওয়ার একটা টিপস শিখিয়ে দিলাম! 😉

একদম সহমত ভাই। 😁

তাহলে আমি ফাইনাল ডকুমেন্টটা ইমেজ এ এক্সপোর্ট করে দেখাচ্ছি আপনাকে।

আরে দাড়া! ডকুমেন্ট থেকে ইমেজ এক্সপোর্ট করতে হয় কীভাবে সেটা তো দেখালি নাহ! ওইটা কীভাবে করে?

এক্ষণই দেখাচ্ছি, স্যার! :D

ডিজাইনটি শেষ হয়ে গেলে আমরা উপরে Fill এ ক্লিক করে Save অপশনে ক্লিক করবো। তারপর আমাদের কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের যেখানে রাখবো সে জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে দিবো।

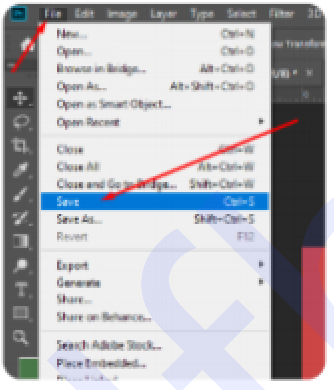
www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

এর পাশাপাশি ফাইল নেইম চেঞ্জ করে Graphic Design Thumbnail দিলাম। আর Save as type -এ নিচের দেয়া স্ক্রিনশটের মতো JPEG সিলেক্ট করবো এবং সবশেষে আবার Save বাটনে ক্লিক করে ফাইনাল ইমেজটা এক্সপোর্ট করবো। কাজ শেষ!





এই হলো ফটোশপে ডিজাইন করা থাম্বনেইল! সব প্রসেস আশা করি ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছেন।



বেশ ভালো একটা জিনিস শিখতে পারলাম রে, আসিফ! এবার আমি আমার ভিডিও গুলোর থাম্বনেইল নিজে নিজে ট্রাই করতে পারবো তোহ?

www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

আয়মান ভাই

এই প্রসেসটাই ঘাটাঘাটি করতে গেলে আরো অনেক কিছু নিমিষেই বের করে ফেলতে পারবেন এবং আরো প্রো ডিজাইন করে ফেলবেন আপনি চোখ বন্ধ করে।

দেখি পাওয়ারপয়েন্ট থেকে ফটোশপে চলে আসতে পারি কিনা :P যাইহোক, অসংখ্য ধন্যবাদ তোকে। আমি আমার নেক্সট ভিডিওর থাম্বনেইল টা ট্রাই করে তোকে দেখাবো অবশ্যই। আজকে তাহলে যাই! :D

মাই প্লেজার, ভাই! ^_^ অবশ্যই দেখা হবে আপনার সাথে আবার কোনো এক ডিজাইনিং এর আলোচনা নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।

আল্লাহ হাফেজ, আসিফ। :D

কী এতক্ষণ তো আমাদের ডিজাইন করা টা দেখলে। এবার তোমার বাড়ীর কাজটাও ততক্ষণে তুমি বুঝে গিয়েছো তোমার কী করতে হবে?

হ্যাঁ, তুমি একদম ঠিক ধরেছো। ফটোশপ দিয়ে তোমার থাম্বনেইল ডিজাইনটি করে আমাকে পাঠিয়ে দাও এবং আমি অপেক্ষা করছি তোমার থাম্বনেইল ডিজাইনটি দেখার জন্যে! :D

www.purepdfbook.com

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

for more books visit https://pdfhubs.com

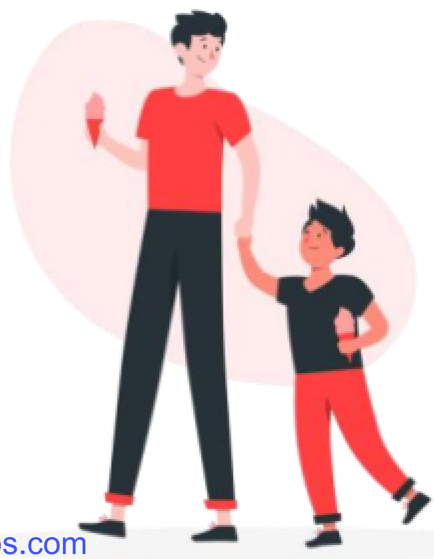
for more books visit https://pdfhubs.com

রাস্তার বিলবোর্ড দেখে দেখে টাইপোগ্রাফি শেখার কৌশল!



টাইপোগ্রাফি খুব অদ্ভুত ধরনের ডিজাইনিং প্যাটার্ন যেটা কিনা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছো। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই প্যাটার্নটি খুব পছন্দের এবং টাইপোগ্রাফি নিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ করেছি। কিন্তু এর আসল রহস্য না জানালেই নয়।

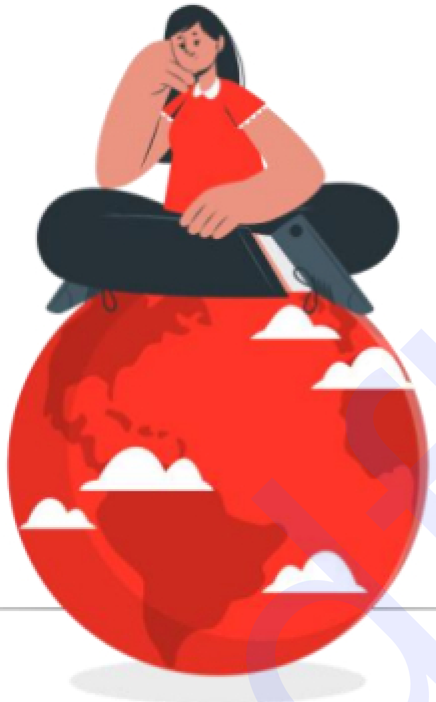
ছোটকালে বাবার সাথে কোথাও গেলে বাবা গাড়ি থেকে রাস্তাঘাট চেনাতে চেনাতে নিয়ে যেত। আমার বিষয়টা বেশ ভালোই লাগতো। আমি রাস্তাঘাট চেনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিলবোর্ড, দোকানের নাম, ডিজাইন করা ব্যানার, হাতে লেখা বাংলা টেক্সট গুলো খেয়াল করতাম এবং মনে মনে ভাবতাম এত সুন্দরভাবে কীভাবে আঁকে মানুষ! নিশ্চয়ই কোনো বড় প্রিন্টার মেশিন রয়েছে যেটা দিয়ে সবাই তাদের এইসব লেখা লিখে লিখে প্রিন্ট করতে পারতো।



for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

তারপর এভাবে দেখতে দেখতে দিন চলে গেল। সাথে বাবাও চলে গেলেন। এখন ওই জিনিসগুলো ঠিক হয়তো আগের মতোই রয়ে গেছে। এখনো রাস্তায় বের হলে সেই টাইপোগ্রাফি গুলো দেখতে থাকি এবং এখন ওই টাইপোগ্রাফি দেখে নিজের মধ্যে চিন্তা করি যে এই টাইপোগ্রাফির স্টাইলটা হয়তো আমার নেক্সট কোনো ডিজাইনে এপ্লাই করবো এবং আসলেই এই টাইপোগ্রাফির আইডিয়া গুলো পোস্টার বানানোর প্ল্যানটা বিফলে যায়নি।



এখনো সেই আইডিয়াগুলো কাজে লাগিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি এবং কোনো টাইপোগ্রাফি অথবা ডিজাইন ফরম্যাট সুন্দর দেখতে পেলেই সেটা মাথায় নিয়ে আমার নেক্সট ডিজাইন এর কাজে ব্যবহার করি এবং যখন দেখি ডিজাইন অনেক ভালো হয়েছে তখন মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি কাজ করে।

তো তোমরাও যদি কখনো রাস্তায় বের হও এখন থেকেই একটা জিনিস খেয়াল করতে পারো আমার মত রাস্তায় দেখা কোনো সুন্দর টাইপোগ্রাফি অথবা ডিজাইন দেখলে তোমার নেক্সট ডিজাইন এর সাথে ওই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবে। দেখবে সেখান থেকে অনেক আইডিয়া পাচ্ছো এবং তোমার ডিজাইনের চাহিদাটাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। এছাড়া অনলাইনেও টাইপোগ্রাফির জন্য বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট এবং ইন্সপিরেশনের জায়গা রয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

- Good Typography
- Friends of Type
- Type Everything
- Type Goodness
- Instagram
- Pinterest



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com



তো তোমার ডিজাইন করা একটি টাইপোগ্রাফি আমার সাথে শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু।

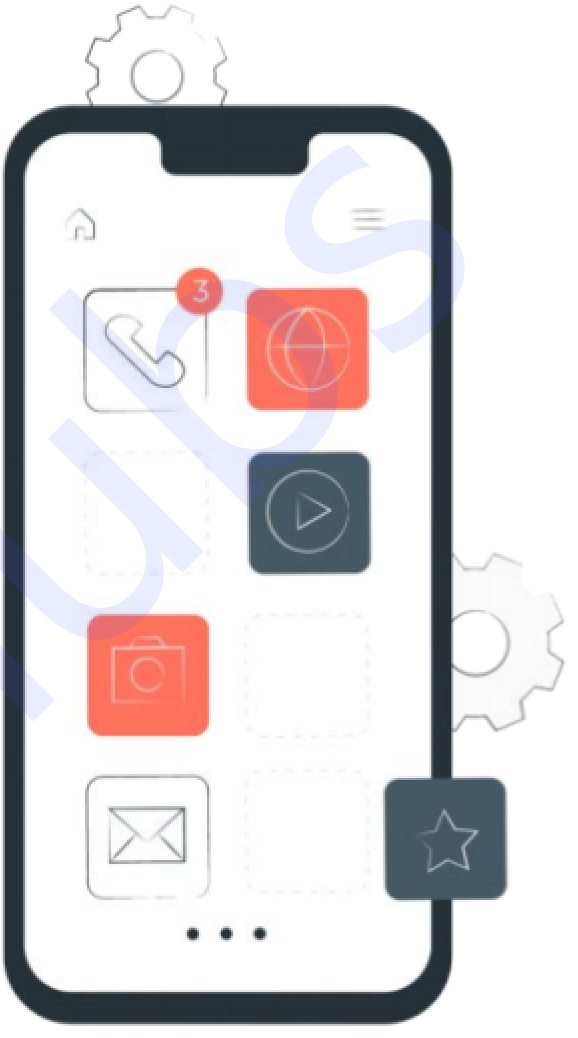
আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

UI/UX এর চাহিদা এখন বাজারে কেমন?

টাইপোগ্রাফি খুব অদ্ভুত ধরনের ডিজাইনিং প্যাটার্ন যেটা কিনা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছো। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই প্যাটার্নটি খুব পছন্দের এবং টাইপোগ্রাফি নিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ করেছি। কিন্তু এর আসল রহস্য না জানালেই নয়।



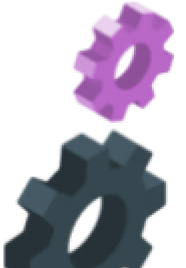
বর্তমান বাজারে মোবাইল, ওয়েবসাইট ইন্টারফেস অথবা UI/UX এর বেশ ভালো চাহিদা রয়েছে এবং ভালোভাবে কোনো প্রজেক্ট দাড়া করানোর জন্য UX বা ইউজার এক্সপেরিয়েন্সটা বের করতে হয়। বের করে UI বা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করে ফেলতে পারলেই মূলত একটি ডিজাইন দাড়া করানো সম্ভব হয়।

কিন্তু কোত্থেকে শুরু করলে ডিজাইন নিয়ে ভালো কিছু করা যাবে এবং শেখা যাবে তা আমরা আলোচনা করবো।

Understanding

কোনো প্রজেক্ট শুরু করার আগে তোমাকে ইউজারের সমস্যা এবং বিজনেসের গোল বুঝতে হবে। এসব বোঝার জন্য তুমি যা যা করতে পারোঃ

- ইউজার ইন্টারভিউ নেয়া
- মার্কেট সম্পর্কে ধারণা নেয়া
- কম্পিটিটর সম্পর্কে ধারণা
- প্রজেক্ট এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নেয়া



for more books visit https://pdfhubs.com

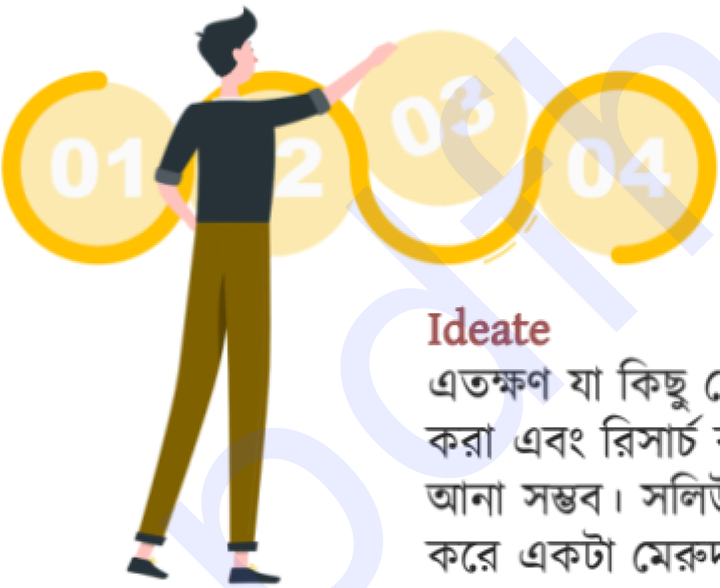
for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

Empathize

ডিজাইনিং এর আসল ফান্ডাটা হচ্ছে একজন মানুষ কী বুঝাতে চাচ্ছে, কী অনুভব করছে সেটা নিজের মধ্যে বোঝা। এই জিনিস ছাড়া ডিজাইনিং এর জিনিসটাই বৃথা। এগুলো বোঝার জন্য তুমি যা করতে পারোঃ

- কাস্টমারের জার্নি ম্যাপ করা
- ইউজারের দৃশ্যপট বোঝা ইন্টারভিউর মাধ্যমে
- ইউজার সম্পর্কে যা জানার প্রয়োজন তা খুঁজে বের করা
- একটা ইউজারের মডেল তৈরি করে প্রজেক্ট সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া





Ideate

এতক্ষণ যা কিছু বোঝার চেষ্টা করলাম তা নিয়ে চিন্তা করা এবং রিসার্চ করে সম্ভাব্য সলিউশন বের করে আনা সম্ভব। সলিউশন বের করে আনা বলতে স্কেচ করে একটা মেরুদন্ড অথবা স্কেলেটন দাড় করিয়ে ফেলা।

Prototype

প্রোটোটাইপ মূলত একটি প্রোডাক্টের সুন্দর প্রেজেন্টেশন। এটা হতে পারে কোনো ইউজার ফ্লো, ওয়ারফ্রেইম, পেপার প্রোটোটাইপ অথবা ইন্টারেক্টিভ প্রোটোটাইপ।



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com



Test

সবার সম্মুখে প্রেজেন্ট করার পরে ইউজাররাই ফিডব্যাক দিবে। সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আবার কোনো চেঞ্জ করতে হলে চেঞ্জ করতে হবে। এতে করে প্রোডাক্ট মার্কেট ঠিকমতো ফিট হবে কিনা সে সম্পর্কে সুন্দর এবং মজবুত ধারণা আগে থেকেই বের করে আনা সম্ভব। তারপরেই মার্কেটে কনফিডেন্স সহকারে প্রোডাক্টটি রিলিজ করা যাবে।

এভাবেই মূলত UI/UX এর ডিজাইনিং এর প্রসেসটা ফলো করা হয়। UX এর পার্ট হচ্ছে প্রোডাক্টের গবেষণা পর্যায়গুলো যেখানে প্রোডাক্ট ডিজাইন করার আগে কিভাবে প্রোডাক্ট মানুষের কাজে লাগবে সেই গবেষণাগুলো করা। এবং তার উপর ভিত্তি করে যে ফ্রেইম এবং স্ট্রাকচারটা দাড় করানো হয় সেটাকে সুন্দর করে ডিজাইন করাকে UI বলা হয়। তাহলে একটা ছাড়া আরেকটার কোনো ভ্যালু নেই। দুইটাই একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

UI/UX ডিজাইন করার জন্য কিছু টুল রয়েছেঃ

- Sketch
- Adobe XD
- Figma
- Framer
- InVision এবং আরো অনেক।

এবার তাহলে তোমার ডিজাইন করা কোনো UI/UX প্রজেক্ট আমার সাথে শেয়ার করতে পারো।

www.purepdfbook.com

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

আজকাল ডিজাইন ক্যানভাস/ আর্ট বোর্ডের রেশিও কত হয়?

সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য আমাদের কমবেশি অনেক ডিজাইন করা পোস্টার, থাম্বনেইল, পেইজ কভার, স্টোরিস ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এসব এর রেশিও নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। আজকে থেকে তোমাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আশা করছি।

YouTube
Channel Art: 2560x1440px
Video Thumbnail: 1280x720px
Channel Icon: 800x800px

Facebook
Profile Picture: 340x340px
Profile Cover: 1200x675px
Group Cover: 1640x1850px
Event Cover: 1200x675px
Link Image: 1200x628px

Instagram
Profile Picture: 180x180px
Story Size: 1080x1920px
Photo Post: 1080x1080px

LinkedIn
Profile Banner: 1584x396px
Profile Avatar: 400x400px
Blog Post: 1200x628px
Company Cover: 1536x768px
Company Logo: 300x300px

Twitter
Profile Picture: 400x400px
Header Cover: 1500x500px
Tweeted Image: 1200x675px

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

আমি কি আসলেই জানি আমি কোন টাইপের গ্রাফিক ডিজাইনার?



আমি ডিজাইনের সবকিছু পারি কারণ বাংলাদেশীরা বিদেশীদের মত শুধু যেকোন একটি বিষয়ে পারদর্শী হলে চলবে না। আমাদের তো সবকিছুই জানতে হবে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক একই ভাবে চিন্তা করি।

কিন্তু ডিজাইন এর মধ্যেও কিছু ক্যাটাগরি রয়েছে। লোগো ডিজাইনিং বা ব্র্যান্ডিং ইলাস্ট্রেটর, আইকন ডিজাইনার, প্রমোশনাল পোস্টার ডিজাইনার, টাইপোগ্রাফি ডিজাইনার ইত্যাদি।

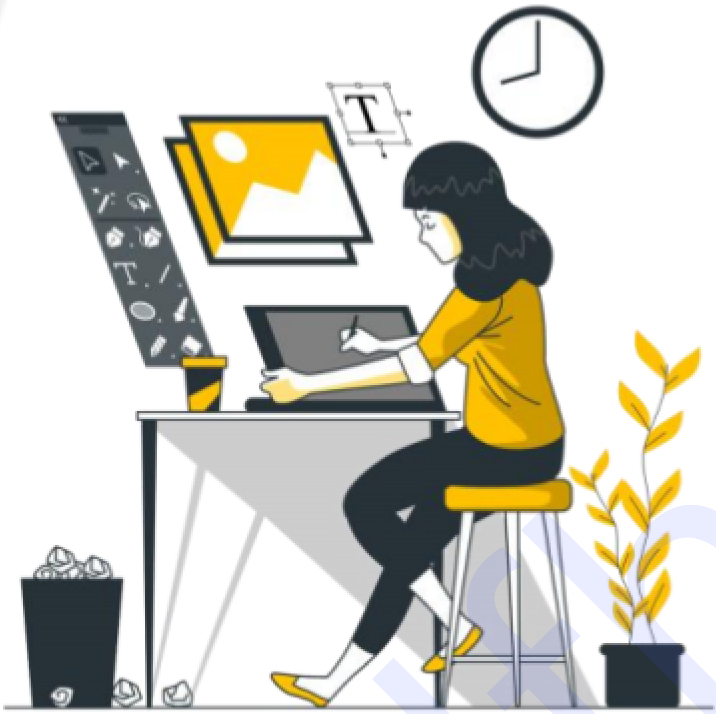
ধরলাম, তুমি সব পারো কিন্তু তোমার মধ্যেও ওই জিনিসটা কাজ করে যে তোমার টাইপোগ্রাফি ডিজাইন করতে ভালো লাগে অথবা তোমার লোগো ব্র্যান্ডিং করতেও বেশ ভালো লাগে। এমনকি তোমার UI/UX নিয়ে কাজ করতেও ভালো লাগে। তুমি তখন তোমার সেই পছন্দের ডিজাইনটিকে ফোকাস



for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

রেখেই সামনে যাওয়া উচিত কারণ একটা সময় পর যখন দেখবে তুমি ওই বিষয়টাতে বেশি পারদর্শী হয়ে গিয়েছো তখন তোমার সাধারণ যে পরিচয় রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইনার, সেটি চেঞ্জ হয়ে লোগো ব্র্যান্ডিং ডিজাইনার হয়ে যাবে। এবং এভাবেই তোমার প্রফেশনটাই তোমাকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে।



ইউনিভার্সিটিতে যখন অনার্স-মাস্টার্স পড়ায় তখন কিন্তু অনেকগুলো সাবজেক্ট পড়িয়ে থাকে কিন্তু তুমি যখন পুরো কোর্সটা শেষ করো তখন কিন্তু মেজর একটা সাবজেক্টের উপর তোমার অনার্স-মাস্টার্স ফোকাস থাকে। যেমন তুমি আমি পড়েছি বিবিএ এর সবগুলো সাবজেক্ট কিন্তু আমার মেজর ছিল ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এবং মাস্টার্সের গিয়ে মেজর ছিলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং আমি বর্তমানে লোগো ব্র্যান্ডিং ডিজাইনিং এবং UI/UX নিয়ে কাজ করছি যেন ভবিষ্যতে এই জায়গাতে কাজ করে ভালো কোন আউটপুট সবাইকে দিতে পারি। আমার কাছে ডিজাইন আগে থেকেই অনেক ভাল লাগতো এটাই আমি প্র্যাকটিস করেছি এবং এটাকে নিয়ে আমি আমার প্রফেশনাল লাইফ সেট করেছি।

তোমার কাছে ডিজাইনিংয়ের কোন সেক্টরটি ভালো লাগে অথবা তুমি ভবিষ্যতে ডিজাইনিংয়ের কোন জায়গাতে কাজ করতে চাও আমাকে ইমেইলের মাধ্যমে জানাতে পারো কিন্তু!

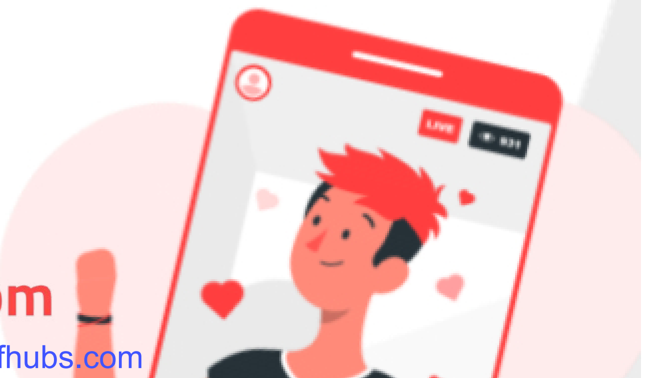
আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

কোন কোন ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করা একদম ফরয!

- PiXimperfect
- PHLEARN
- Rajeev Mehta
- Seso
- The Futur Academy
- The Futur
- Adobe Creative Cloud
- AJ&Smart



www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com

কোন কোন ইন্সটাগ্রাম প্রোফাইল ফলো দিয়ে রাখা উচিত!

- logomeister
- Vector.nikola
- lobanovskiy
- logo_showcase
- logothorns
- logodesigner01
- designspective
- mizko
- Ismail_elazizi
- ransegall



www.purepdfbook.com

for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

প্রোডাক্ট ডিজাইন করেছি কিন্তু মক-আপ খুজে পাচ্ছি না, কোথায় পাবো এইসব?

- Mockuppp.studio
- Rotato.xyz
- Mckups
- Placeit
- Pixel Buddha
- Pixelsurplus
- PSD Repo
- Covervault



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

ফ্রী আইকন এবং ইলাস্ট্রেশন খুঁজে পাওয়ার উত্তম জায়গা এখানে!

- Stories.Freepik
- DrawKit
- Humaaans
- Undraw
- Open Peeps
- FlatIcon
- The Noun Project
- Icon Monstr
- Icons8
- Boxicons



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

এখন আমার কী করা উচিত?

প্রায় অনেকেই এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে করতে হয়রান যে ডিজাইনিং তো ভাই করতেসি কিন্তু আমার এখন ক্যারিয়ারের জন্যে কী করা উচিত? আসো, তাহলে এবার এই ব্যাপারে আলোচনাটা সেরেই ফেলি।



- তোমার ডিজাইনিং চালিয়ে যাও।
- যতদিন ডিজাইনিং করবে ততই তোমার প্র্যাক্টিস থাকবে এবং ততই তোমার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকবে।
- বিভিন্ন ডিজাইন রিলেটেড গ্রুপে তোমার ডিজাইন পোস্ট করা শুরু করে দাও। (যেমনঃ 10 Minute School Skill Development Lab গ্রুপ)
- সোশ্যাল প্লাটফর্ম গুলোতে নিজের পোর্টফলিও বানাও। যেমনঃ Behance, Instagram, Dribbble অথবা Facebook পেইজ।
- বিভিন্ন এজেন্সি বা অরগানাইজেশনগুলো অনেক ডিজাইনার খুঁজে থাকে। সেখানে তোমার পোর্টফোলিওসহ সিভি ড্রপ করা শুরু করে দাও।
- ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইটগুলোতেও নিজের প্রোফাইল বানিয়ে বিট করা শুরু করে দাও।

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

অনলাইনে বিভিন্ন ডিজাইনিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে শুরু করে দাও। যেমনঃ 99designs, Freelancer.com

নিজে যা ডিজাইনিং শিখলে তা অন্যদের সাথে শেয়ার করে দাও এবং শেয়ার করার মাধ্যমে তুমিও অনেক কিছু শিখতে পারবে।



টেন মিনিট স্কুলের সাথে কাজ করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের পেজে Join সেকশনে ক্লিক করে ডিজাইন ইন্টার্ন হিসেবে আবেদন করে ফেলো। আমাদের টিম তোমার ডিজাইন রিভিউ করে পছন্দ করলে অবশ্যই তোমাকে ইন্টার্নশিপ অফার করা হবে।

এবং ডিজাইন নিয়ে কোনো ধরনের প্রশ্ন অথবা জিজ্ঞাসা কিংবা হ্যাক জানতে চেয়ে

আমাকে ইমেইল করার জন্যে ক্লিক করো এখানে

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

Designing **Cheat Sheet**

Font

- Google Font
- Font Squirrel
- My Fonts
- Dafont
- Befonts
- Bangla Font Library
- Omicon Lab
- Lipighor.com
- Free Bangla Fonts
- Bengal Fonts

Icon

- Feather Icons
- Material.io
- Font Awesome

Background Pattern

- Subtle Patterns
- Hero Patterns
- The Pattern Library

Color Pallete

- Adobe Color
- Color Space
- Color Hunt
- Color Mind
- Colors
- BrandColors
- Grabient
- UI Gradient
- Picular

Typography

- FontBase
- Font Pair
- Wordmark
- Font Joy
- Typescale
- Fontself
- Typewolf



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

Designing **Cheat Sheet**

Illustration

- Stubborn
- Smash Illustrations
- Illustrations.co
- Lukaszadam
- Delesign
- Pixeltrue
- Isoflat
- Neede
- Glaze Stock

UI/UX

- Wireframe.cc
- Hamok
- Whimsical
- Overflow
- References.design
- Mobbbin.design
- Growth.design
- UIresources.com
- Page Flows.com
- Pttrns.com
- UIgradient.net

Mockup

- Graphic Burger
- Ls.Graphics
- Anthony Byod Graphics
- The Mockup Club
- Unblast
- FreebiesBug
- Smart Mockups
- Pixeden

Useful Sites

- The Futur
- Just Creative
- Behance
- Dribbble
- Logoed.co.uk
- Logopond
- Logo Inspirations
- Pinterest
- Medium.com
- Awwwards.com



for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

তুমি যদি এই পর্যন্ত পড়ে থাকো তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার ডিজাইন এর দুর্বলতা আগের থেকে অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছে। আর যদি রেগুলার ডিজাইন প্র্যাকটিস করো তাহলে আমি নিশ্চিত যে তুমি এখন ক্রিয়েটিভ মার্কেটে প্রবেশ করে টাকা উপার্জন করা শুরু করে দিয়েছো।

তোমার গ্রাফিক ডিজাইনিং শেখার এই কয়টা দিনের সাথী হতে পেরে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। তোমার এই গ্রাফিক ডিজাইনের যাত্রাটি অনেক ভালো হোক সেই কামনাই করছি।

আশা করি নতুন কোনো জিনিস আমি শিখতে পারলে অবশ্যই এই বইয়ের নেক্সট ভার্সনে সংযুক্ত করে দিব। অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবে যেন আমি আরো ভালো ভালো জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি।

আল্লাহ হাফেজ।



click on these



www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

Start Creating

pdfhubs

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com

for more books visit https://pdfhubs.com
www.purepdfbook.com

pdfhubs

www.purepdfbook.com
for more books visit https://pdfhubs.com